NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ গান শুনতে শুনতে সুরালোকে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি

বাতিল হতে পারে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, হতাশ ভক্তরা ৮

কলকাতা ৪ অক্টোবর ২০২৩ ১৬ আশ্বিন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১১৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 4.10.2023, Vol.17, Issue No. 115, 8 Pages, Price 3.00

কৃষিভবনে ধুন্ধুমার, দিল্লিতে চড়ছে পারদ

টেনেহিঁচড়ে বের করে দিয়ে আটক অভিষেক-সহ অন্যান্যরা

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: কৃষিভবনে তুলকালাম পরিস্থিতি। তৃণমূলের অবস্থানে পুলিশ হাজির। একে একে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু সেন, বিরবাহা হাঁসদা, মহুয়া মৈত্রদের। একাধিক বাসে পুলিশ তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের তুলে নিয়ে যায়। সূত্রের খবর এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁদের। এই আটকের খবর সামনে আসতেই চড়ছে দিল্লির পারদ। মঙ্গলবার যন্তর মন্তর থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লির কৃষিভবনে পৌঁছয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। তখন সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট। অভিষেক-সহ তৃণমূল নেতাদের কাঁধে ছিল বাংলার মানুষের নিজেদের দাবি জানিয়ে লেখা চিঠি।

কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তাঁদের। সেই মতো মন্ত্রীর দপ্তরের সামনে প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়ে দেন দেখা করতে পারছেন না। অভিষেক জানিয়ে দেন, তাঁরা দেখা না করে যাবেন না। বাংলার মানুষের দাবিদাওয়া তাঁরা তুলে ধরবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত দেখা না করেই বেরিয়ে যান সেখান থেকে। এর পরেই পুলিশ এসে তুলে দেয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের। টেনে হিঁচড়ে শাহের পুলিশ কৃষি ভবনের ভিতর থেকে অভিষেক-সহ সকলকে আটক করে নিয়ে যায়।

কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দপ্তরের বাইরে বসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলেরা নেতারা। বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় গ্রামীণ প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না। এই পরিস্থিতিতে নেতাদের বসিয়ে রেখেই বেরিয়ে চলে যান জ্যোতি। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলার মানুষের দাবিদাওয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে এসেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রী বেরিয়ে চলে গিয়েছেন।

মঙ্গলবার যন্তর মন্তর থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লির কৃষিভবনে পৌঁছয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। অভিষেক-সহ তৃণমূল নেতাদের কাঁধে ছিল বাংলার মানুষের নিজেদের দাবি জানিয়ে লেখা চিঠি। কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তাঁদের। সেই মতো মন্ত্রীর দপ্তরের সামনে প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেন তাঁরা। শেষে মন্ত্রী জানিয়ে দেন, তিনি দেখা করতে পারছেন না। যদিও তৃণমূলের প্রতিনিধি দল জানিয়ে দেয়, তাঁরা দেখা না করে যাবেন না। বাংলার মানুষের দাবিদাওয়া তাঁরা তুলে ধরবেন। কৃষি ভবনে দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর তৃণমূল প্রতিনিধি দলকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রজ্ঞা নিরঞ্জন জানিয়ে দেন, তিনি দেখা করতে পারবেন না। পাল্টা তৃণমূল জানাল, যত ক্ষণ না মন্ত্রী দেখা করছেন, তারাও কৃষি ভবন ছাড়বে না। মঙ্গলবার তৃণমূলের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। যন্তর মন্তর থেকে কাঁধে চিঠির বোঝা নিয়ে কৃষি ভবনে পৌঁছেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট নাগাদ সেখানে তারা পৌঁছে গেলেও, রাত্রি পৌনে আটটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী প্রজ্ঞা নিরঞ্জন তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেননি। দপ্তরের ভিতর থেকেই ফেসবুক লাইভে তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা অভিযোগ করেন, সময় দিয়েও দেখা করছেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কখন তিনি দেখা করবেন, কথা বলবেন, সে ব্যাপারেও স্পষ্ট করে কিছু বলা হচ্ছে না বলে দাবি কল্যাণের। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বলেন, 'মন্ত্রীর কথাতেই সময় বদলেছিল। এখন তিনিই দেখা করছেন না। দেখা করবেন কি না, তা-ও বলছেন না। তবে আমরা দেখা না করে যাব না।' তার পরেই তৃণমূল জানায়, মন্ত্রীর দপ্তরের কর্তারা বলছেন, তিনি দেখা করতে পারবেন না। তবে অভিষেক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দেখা করে তবেই তিনি সেখান থেকে বেরোবেন। কৃষি ভবনের ভিতর থেকে ভিডিওবার্তায় অভিষেক অভিযোগ করেন, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মন্ত্রী দেখা করার পরেই এই কৌশল নিয়েছেন। অভিষেক আরও বলেন, 'মন্ত্রী বলেছেন, দেখা করবেন না। আমরাও বলছি, দেখা না করে এখান থেকে যাব না।'

রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, 'মন্ত্রীর তরফে বলা হয়, পাঁচ জনের বেশি প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না। কিন্তু তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজে টাকা না পাওয়া ভুক্তভোগীই রয়েছেন আট জন।' প্রথমে ঠিক হয়েছিল, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের ডেপুটি প্রজ্ঞা তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দুপুর ১২টায় দেখা করবেন। পরে সেই সময় বদল হয়। যে কারণে যন্তর মন্তরে তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচিও সকাল ৯টার বদলে শুরু হয় দুপুর ১টার সময়। বিকালে অবশ্য গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কৃষি ভবনে গিয়েই দেখা করে এসেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১০০ দিনের কাজে বাংলায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একটি চার পাতার চিঠিও দিয়েছেন শুভেন্দু। বেরিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে রেগার (১০০ দিনের) কাজে খুব কম করে হলেও পাঁচ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

অভিষেক ছাড়াও রয়েছেন তৃণমূলের সমস্ত সাংসদ, চার জন মন্ত্রী এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা না পাওয়া বেশ কয়েক জন। মোট ৪০ জনের প্রতিনিধি দল পৌঁছেছে কৃষি ভবনে। অভিষেক যন্তর মন্তরেই ঘোষণা রেখেছেন, মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক না হলে আম্বেদকর ভবনে গিয়ে তিনি দলের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। এখন দেখার বিষয়, সময় দিয়েও মন্ত্রী দেখা না করার অভিঘাত ঠিক কী হয়।

একমাসের বেতন দিয়ে বঞ্চিতদের টাকা মেটাবেন

দিল্লি থেকে কথা দিলেন অভিষেক

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: কেন্দ্রের আর্থিক 'বঞ্চনার শিকার' হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের টাকা মেটাতে এবার নিজেদের বেতন দেওয়ার কথা বললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের টাকা আটকে আছে, এই দাবি নিয়েই দিল্লি গিয়েছে তৃণমূল। অভিষেকের নেতৃত্বে দু' দিনের কর্মসূচি চলছে রাজধানীতে। মঙ্গলবার যন্তর মন্তরের ধরনা মঞ্চ থেকে অভিষেক জানালেন, আড়াই হাজার জব কার্ড হোল্ডারের টাকা কেন্দ্র না দিলে এবার রাজ্য সরকারকে টাকা মেটানোর কথা বলবে তৃণমূল। যে আড়াই হাজার মানুষ তৃণমূলের কর্মসূচিতে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছেন, তাঁদের কথাই বলেছেন সাংসদ।

৫০ লক্ষ চিঠি নিয়ে দিল্লি গিয়েছেন তৃণমূল নেতারা। পঞ্চায়েত মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে লেখা হয়েছে ওই চিঠিগুলি। আটকে রাখা ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা যাতে কেন্দ্র দ্রুত দিয়ে দেয়, সেই আর্জি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন।

সেই সঙ্গে অভিষেক আরও জানিয়েছেন, যে জব কার্ড হোল্ডাররা দিল্লি গিয়েছেন, তাঁরা যাতে টাকা পান, তা নিশ্চিত করছেন তিনি। ওই সব মানুষের বকেয়া টাকা দেওয়া জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানাবে দল। অভিষেক বলেন, 'রাজ্য সরকার যদি টাকা দিতে না পারে, দরকার হলে নিজেদের একমাসের বেতন দিয়ে আড়াই হাজার মানুষের টাকা মেটাব। দু'মাসের মধ্যে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে, কথা দিয়ে যাচ্ছি।' ২০ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে বাকিদের টাকাও ৬ মাসের মধ্যে মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন অভিষেক।

দাবি পূরণ না হলে মমতার নেতৃত্বে মিছিল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: রাজধানীর বুকে দুদিনের কর্মসূচি তৃণমূলের, অথচ দলের সুপ্রিমো অনুপস্থিত। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বাড়ি থেকে বেরতে পারছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে পরবর্তী কর্মসূচিতে তাঁর নেতৃত্বেই হবে বলে মঙ্গলবার ঘোষণা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন যন্তর মন্তরের ধর্না মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক, সাংসদ। সেখানে এদিন বক্তব্য রাখেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাঁদের আর্জি না শোনে, তাহলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে এদিনই। সেই মঞ্চ থেকেই অভিষেক জানিয়েছেন, মমতার নেতৃত্বে হবে পরবর্তী কর্মসূচি। পায়ে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়া চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়িতেই থাকতে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অভিষেক জানিয়েছেন, মঞ্চে উপস্থিত হতে না পারলেও ঘণ্টায় ঘণ্টায় খোঁজ নিয়েছেন তিনি। অভিষেক বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, ২ মাসের মধ্যে আবার সভা করব ১ লক্ষ লোক নিয়ে।' অভিষেক তৃণমূলের সব বিধায়ককে নির্দেশ দিয়েছেন, ফিরে গিয়ে ২০ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডার, যাঁরা টাকা পাননি, তাঁদের তালিকা তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকে নিজের নিজের বিধানসভা এলাকায় কতজন এমন রয়েছেন, তার তালিকা তৈরি করবেন। প্রত্যেকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা হবে বলে জানিয়েছেন অভিষেক। ২০২৪-এর ৩০ জুনের মধ্যে সবার টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন অভিষেক।

'স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে সবথেকে বড় দুর্নীতি'

দিল্লির বিজেপির সদর কার্যালয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে রাজধানীর বুকে আন্দোলনের সুর চড়াচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। একইসঙ্গে পাল্টা সুর চড়াচ্ছে বিজেপি শিবিরও। এরইমধ্যে দিল্লি পৌঁছে বিজেপির সদর কার্যালয় থেকে সাংবাদিক বৈঠকে একশো দিনের কাজের টাকার ইস্যুতে বিস্ফোরক দাবি বিরোধী দলনেতার। বাংলায় একশো দিনের কাজের টাকা ঘিরে যা হয়েছে, তা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের সবথেকে বড় দুর্নীতিতে পরিণত হবে বলে মনে করছেন শুভেন্দু।

রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা এদিন বললেন, 'একটা বড় দুর্নীতি হয়েছে বাংলায়। যদি সঠিক তদন্ত হয়, তাহলে এটা দেশের সবথেকে বড় দুর্নীতি হবে বলে আমার মনে হয়। স্বাধীনতার পর এটাই সবথেকে বড় দুর্নীতিতে পরিণত হবে।' পরিসংখ্যান তুলে ধরে এদিন শুভেন্দু জানালেন, আধার কার্ডের সঙ্গে জব কার্ড লিঙ্ক করানোর আগে কী পরিস্থিতি ছিল, আর এখন কী পরিস্থিতি হয়েছে। শুভেন্দুর বক্তব্য, জব কার্ড ও আধার কার্ডের লিঙ্ক করানোর আগে (২০২২ সালের ১ নভেম্বর পর্যন্ত) বাংলায় জব কার্ড হোল্ডার ছিলেন ৩ কোটি ৮৮ লাখ ৮৬ হাজার ৪৫৭ জন। আর আধার লিঙ্ক করানোর পর (২০২৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) জব কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা কমে হয়েছে ২ কোটি ৫৬ লাখ ১৩ হাজার ৪৩২ জন। জানালেন, প্রায় ১ কোটি ৩২ লাখ জব কার্ড বাতিল হয়েছে বাংলায়।

জব কার্ডকাণ্ডে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: আগেই জানিয়েছিলেন। সেই মতো তৃণমূল প্রতিনিধি দলের আগে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হাতে চিঠি তুলে দিয়ে অনুরোধ করলেন, ভুয়ো জব কার্ডের মাধ্যমে এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি অর্থের যে 'তছরুপ' হয়েছে, তার তদন্ত করুক কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বেরিয়ে তিনি জানালেন, 'তছরুপ'-এর বিষয়ে যাবতীয় তথ্য তিনি তুলে দিয়েছেন। দুধ থেকে জল আলাদা করার প্রক্রিয়া যাতে শীঘ্রই চালু হয়, সেই অনুরোধই করেছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর শুভেন্দু বলেন, 'আমি যা তথ্য নিয়ে এসেছি, সব জমা দিয়েছি। কী ভাবে ভুয়ো কার্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারি অর্থ তছরুপ হয়েছে, তার বিষয়ে যাবতীয় তথ্য তুলে দিয়ে জানিয়েছি, দ্রুত যেন দুধ থেকে জল আলাদা করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়।' এই সাক্ষাতের বিষয় নিজের এক্স হ্যান্ডলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি লিখেছেন, 'মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি অর্থ তছরুপ নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানেরা কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গে মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট আইনের অধীনে কাজ দেওয়ার নামে হাজার হাজার কোটি টাকা তছরুপ করেছে, তা জেনেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রাজ্য সরকারের কর্মীদের ভূমিকাও আতশকাচের নীচে।' শুভেন্দু এ-ও জানিয়েছেন, এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

ডেঙ্গু: ফের দু'জনের মৃত্যু কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেঙ্গু নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন প্রশাসন। রাজ্যে ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ দমদমে ডেঙ্গুতে প্রাণ হারিয়েছেন শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ৫৮ বছরের এক প্রৌঢ়া। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাঙুরের শ্যামাপ্রসাদ কলোনির বাসিন্দা শ্যামলীদেবী গত বেশ কয়েকদিন ধরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ছিলেন। উল্টোডাঙার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। গতকাল সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দক্ষিণ দমদম পুর এলাকায় এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। অন্যদিকে, গতকাল সন্ধ্যায় মারা গিয়েছেন পরেশ সাউ নামে ঠাকুরপুকুরের এক বাসিন্দা। বেসরকারি সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে প্রায় ৪৬ হাজারে। সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ডেঙ্গু মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে নবান্নের। সোমবারই নবান্নে একটি বিশেষ বৈঠক হয়েছে। ডেঙ্গু রোধে ৯ পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যু ঠেকাতে এমআর বাঙুরে চিকিৎসায় বিশেষ নজর দিয়েছে নবান্ন। ৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের ভেক্টর কন্ট্রোল থেকে সরানোর নির্দেশ পুরসভাগুলিকে। ১২৭ পুরসভার মধ্যে ৫৫ পুরসভায় ডেঙ্গুর বিপদসঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে এজেন্সি দিয়ে জঞ্জাল সাফাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে জঞ্জাল সাফাইয়ের পরিকাঠামো নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু সচেতনতা প্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে।

আজ ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে পারেন অভিষেক

ডিভিশন বেঞ্চে বললেন ইডির আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার দিল্লিতে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই কলকাতায় ইডির দপ্তরে হাজিরা দিতে পারেননি। তবে তিনি বুধবারেও হাজিরা দিতে পারেন, কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই জানাল কেন্দ্রীয় সংস্থা। ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, অভিষেক মঙ্গলবার ব্যস্ত থাকলে বুধবারেও হাজিরা দিতে পারেন। নিয়োগ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় ইডি অভিষেককে হাজিরা দিতে বলেছিল। কিন্তু তিনি যে হাজির হবেন না, আগেই তার ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছিলেন। ১০০ দিনের কাজে বঞ্চিতদের নিয়ে দিল্লিতে গিয়েছে তৃণমূল। অভিষেকের নেতৃত্বেই সেখানে চলছে দু'দিনের কর্মসূচি। অভিযোগ, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির কথা জেনেও ইডি ওই দিনেই অভিষেককে হাজিরা দিতে বলেছিল। হাজিরা এড়াতে চেয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন অভিষেক। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি সৌমেন সেনের পর্যবেক্ষণ, হাজিরা যে দেবেন না, তা ইডিকে আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল অভিষেকের। বুধবার এই মামলার শুনানি হবে। অভিষেকের আইনজীবী আদালতে বলেন, 'প্রতি বার রাজনৈতিক কর্মসূচির দিনই অভিষেককে তলব করা হয়। এর আগেও কর্মসূচি বাতিল করে তিনি হাজিরা দিয়েছেন। মঙ্গলবারের কর্মসূচি বাতিল করা সম্ভব হয়নি।' এর পরেই ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, অভিষেক বুধবারেও হাজিরা দিতে পারবেন। অন্য দিকে, অভিষেক সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যে আবেদন করেন, সেখানে হাজিরার জন্য আরও কিছুটা সময় চাওয়া হয়েছে। অভিষেকের যুক্তি, ইডি যে নথি তাঁর কাছ থেকে চেয়েছে, তা প্রায় ১০ বছরের পুরনো। তা জোগাড় করতে পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন। অর্থাৎ, আজও অভিষেক যে হাজিরা দিচ্ছেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। এখন দেখার, অভিষেকের আবেদনের শুনানিতে এদিন ডিভিশন বেঞ্চ কী বলে।

২৬ মিনিটে দু'বার কাঁপল রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি। নেপালে পরপর দুটি ভূমিকম্পের প্রভাবে কাঁপল রাজধানীও। নেপালে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৬ ও ৬.২। ৫ কিমি দূরত্বের মধ্যে এই কম্পনের জেরেই পড়ল দিল্লিতে। ২৬ মিনিটের মধ্যে পরপর দু'বার এই ভূমিকম্প হয়েছে। শুধু দিল্লি নয়, কম্পনের প্রভাব পড়েছে উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডেও। এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পের ফলে ফলে ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি। জানা যাচ্ছে, এদিন দুপুর ২টো ২৫ মিনিটে প্রথম ভূমিকম্পটি হয় নেপালে। দ্বিতীয় কম্পন হয় ২৬ মিনিট পরে, ২টো বেজে ৫১ মিনিটে। দিল্লি পুলিশ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'আমরা আসা করি সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। অনুগ্রহ করে বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় থাকুন। তবে আতঙ্কিত হবেন না। এলিভেটর ব্যবহার করবেন না। কোনও আপৎকালীন প্রয়োজনে ১১২ নম্বরে ফোন করুন।' এদিকে কম্পন অনুভব করা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের লখনউ, হাপুর ও আমরোহাতেও। পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডও কেঁপেছে ভূমিকম্পে। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আচমকাই কম্পন অনুভূত হয় দিল্লিতে। বিশেষ বহুতলের বাসিন্দারা অনুভব করেন সবার আগে। তড়িঘড়ি নীচে নেমে আসেন অনেকেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/০৪/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Bommadi Santa Rao S/o. Late Krishna Murty ও Shanta Rao S/o. Kestomurty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫০৬১ নং এফিডেভিট বলে Syed Julfakkar S/o. Syed Abdul Rauf ও Shed Julfakkar S/o. Shed Rouf উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ২২/০২/২৩ S.D.E.M., চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫৬১৭ নং এফিডেভিট বলে Nanda Rana ও Joy Nandan Rana S/o. Baleshwar Rana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/ 1125/15th FC TIED(7)/ 2023-24, RGP/ 1126/15thFC UNTIED (4)/ 2023-24.** visit www.wbtenders.gov.in Last date of submission **09.10.2023 up to 2p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat.

নাম-পদবী

আমি আব্দুল মুজিদ গোলদার, পিতা- আব্দুল মালেক গোলদার, (আধার নং- ৫৮৩১ ০৮৮০ ৭৩০১, আই কার্ড নং- **LFH2208569**, প্যান কার্ড নং **CBHTG7020A)**, গ্রাম- ট্যাপলা কুশাংরা ছয়ানী, পোস্ট- বামনপুকুর, থানা- মিনাখাঁ, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪২৫ এর বাসিন্দা, কিছু নথিপত্রে আমার নাম ভুল হয়ে যাওয়ায় গত ১৩.০৯.২০২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস, বসিরহাট কোর্টের এফিডেভিট বলে "আব্দুল মুজিদ গোলদার, পিতা- আব্দুল মালেক গোলদার", "মোঃ আব্দুল মুজিদ গোলদার, পিতা- মোঃ আব্দুল মালেক গোলদার" এবং "আব্দুল মুজিদ গোলদার, পিতা- আব্দুল মালেক গোলদার" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমার প্রকৃত নাম "Salim Malik Shaikh S/o. Abdul Malek Nikari" যাহা আমার আধার কার্ড সহ অন্যান্য মূল্যবান Documents-এ রয়েছে, কিন্তু Settelments Record under L. R Khation-1847 (মৌজা পার্বতীপুর) এবং another L.R. Khation 1136 (মৌজা- পাঁচগাছিয়া) সহ ভিন্ন Registry Deeds -এ আমার নামটি ভুল বশত "Abdul Selim Nikari" থাকার কারনে, অদ্য ইং ১২/০৯/২০২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st ক্লাস চুঁচুড়া কোর্ট হইতে আমি "Salim Malik Shaikh" এবং "Abdul Selim Nikari" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, Shakti Pada Bhaumik, son of Late Biswanath Bhowmik, resident of Vill– Gopimohanpur, PO-Dalpara, PS-Panskura, Dist- Purba Medinipur, PIN-721139 (WB). My selling of surname Bhaumik has changed to Bhowmik. Since my full name is Shakti Pada Bhowmik vide Affidavit No 7416 dated 11/09/23 before Judicial Magistrate, 1st Class J.M 1st Court, Tamluk, Purba Medinipur.

E-Tender

E- Tender are invited by the Prodhan, Dhoradaha - II Gram Panchayat (Under Karimpur- II Panchayat Samity), Paschim Dogachhi, Nadia. **NIT No -88/2022-23**, Last date of submission **03.10.2023 up to 4 p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Dhoradaha - II Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tender are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta – II Panchayat Samity). **NIT NO. 08/2023-24,** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **13.10.2023 up to 12 noon.** And sealed tender NIT NO. 07/HANS GP, last date of application **11.10.2023 up to 3p.m.** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat, Hanspukuria, Nadia.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ডিস্ট্রিক্ট জেলা জজ আদালত,
জে. মিস নং-২৬/২০২১

বিশ্বরূপ ঘোষ দীং ....দরখাস্তকারীগন। জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ডেবরা, সাকিন- বিরুনিয়া মোকামের সর্ব সাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, অধিন উপরোক্ত আদালতে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রার্থনায় উক্ত নং জে. মিস নং ২৬/২০২১ মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরূদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ডেবরা, মৌজা- বিরুনিয়া, জে.এল নং- ১১৪, খতিয়ান নং -১৮, ১৯,

দাগ		পরিমান
১৩৪	কালা	১৯ ডেঃ
২১৬	কালা	১.২১ একর
২২১	ভাঙ্গা	৪৫ ডেঃ
৮৮	পুকুর	১.০৭ একর
৯৫	কালা	২৭ ডেঃ
৯৭	কালা	১০ ডেঃ
২১২	জল	৩১ ডেঃ
২১৪	কালা	১.৯৪ একর
৮৭	কালা	৭৫ ডেঃ
৮৭/২৫২	কালা	২০ ডেঃ
৮৭/২৫১	কালা	২০ ডেঃ

ইতি
অনুমত্যানুসারে
দ্বিতীয় সিভিল জজ (নিম্নবিভাগ)
আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর
৩০/৮/২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা অক্টোবর । ১৬ ই আশ্বিন, বুধবার, পঞ্চমী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি ।অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি ।উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ ।যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ,তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে ।বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন ।এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি ।বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি ।কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন ।দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে ।আপনার নামে নয় , এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহ্বর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন ।দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি -অর্থ বৃদ্ধি ।পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন ।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স ,ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে .যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ ।গৃহবধুদের ছোট ভ্রমণ রয়েছে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সাঁতরাগাছির গরপা আন্ডারপাসে বৃষ্টিতে এককোমর জল! খেলায় মেতেছে বাচ্চারা যান চলাচল বন্ধ হওয়ায় বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নাগাড়ে চলছে বৃষ্টি। তার জেরেই জল জমতে জমতে পুকুরে পরিণত হয়েছে সাঁতরাগাছি এলাকার গড়পা আন্ডারপাস। পরিস্থিতি এমন, যে গাড়ি ডুবে যাওয়ার ভয়ে সেখান দিয়ে যাতায়াত বন্ধ। শুধু কোনওসময় বড়দের হাত ধরে বাচ্চারা সে রাস্তায় এসে পড়লে, পোয়া বারো হচ্ছে ক্ষুদেদের। জমা জল দেখে এলাকার বাচ্চাদের কেউ কেউ সেখানে খেলায় মাতছে।

অথচ নবান্ন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সাঁতরাগাছির কাছে গরপা আন্ডারপাসটি বছরখানেক আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে উদ্বোধন হয়েছিল । সেই আন্ডারপাসের এ হেন দশায় বিরোধীরা কটাক্ষের সুর চড়াচ্ছে। নতুন তৈরি হওয়া এই আন্ডারপাসে জমা জল বের করিয়ে দেওয়ার উপায় না থাকায়, এই অবস্থা বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাই জল জমলেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এই রাস্তা। শনিবার বিকেল থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ আন্ডারপাস। অগত্যা সাঁতরাগাছি মোড় থেকে দুই লেনের রাস্তাতেই চলছে যানবাহন চলাচল। মঙ্গলবার থেকে দু'টি পাম্প বসিয়ে জল বের করার চেষ্টা চলছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে নতুন আন্ডারপাস তৈরি হলেও জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা কেন কাজ করছে না। আন্ডারপাসের এই পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকার বাসিন্দা সইদুল মণ্ডল অভিযোগ করে বলেন, 'উদ্বোধনের পর থেকে এই আন্ডারপাসের এটাই চিত্র। অল্প বৃষ্টি হলেই ডুবে যায়। এক মানুষ সমান জল। আমি নামলে ডুবে যাব।'

এলাকার এক বাসিন্দা শেখ আতিউর রহমান অভিযোগ করে বলেন, 'আন্ডারপাসে জল নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থা নেই। পাশের রাস্তার জল নেমে এখানে এসে জমছে। বৃষ্টি হলেই জল ভর্তি হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের হয়রানির মুখে পড়তে হয়। এই আন্ডারপাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। সাঁতরাগাছিতে যানজট কমাতেই এই আন্ডারপাস তৈরি হয়েছিল। প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই।'

আন্ডারপাস বন্ধ থাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের রাস্তা পারাপার করতে যথেষ্ট হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও বাড়ছে সাঁতরাগাছির পুরাতন রাস্তায় যানজট। যে জন্য এই আন্ডারপাস তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভাবেই ব্যর্থ বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিকে, জমা জলে পোয়া বারো এলাকার বাচ্চাদের। কেউ কেউ সোলার প্যাড জলে ভাসিয়ে তার উপরে শুয়ে সাঁতার কাটছে। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে এটাকে প্রশাসনের ব্যর্থতা বলেই মনে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। তিনি বলেন, ' নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না করেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করেই এই আন্ডারপাস তৈরি হল। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন। এই আন্ডারপাস দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি চলে। এটা অপরিকল্পিত ভাবে নির্মাণ কাজ করার মাধ্যমে জনগণের টাকা লুট হওয়ার উদাহরণ। যেখানে এত বিপুল সংখ্যাতে গাড়ি চলাচল করে সেখানে জল জমলে কি পরিস্থিতি হয় সেটা বোঝাই যাচ্ছে।'

বহুত্ববাদী ভারতের ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে, বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ভারতের ঐতিহ্য এবং বহুত্ববাদ ধ্বংস করা হচ্ছে।অলাত এই পরিবেশ থেকে বাঁচতে গন আন্দোলন জরুরি বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি। ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ জন্মশত বার্ষিকী হলে 'পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম মজলিশ এ মুশাওয়ারাত'এর আলোচনা সভায় তিনি কথাগুলি বললেন।

সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে বিদ্বেষ ও হিংসার রাজনীতি। নিশানা করা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গাঙ্গুলি বলেন দেশের সমুহ সমস্যার কথা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উত্তরণের পথ ও তিনি বাতলেছেন। বিজেপির শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পনা করে হিংসা ছড়ানো হচ্ছে এবং ভারতের মত গনতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি যে করা হচ্ছে সে কথাও তিনি বলেন।

রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান, বিহারের ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান শেখ মতিউর রহমান, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক সাত্তার, আয়োজক সংগঠনের জাতীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট ফিরোজ রোজ আহমেদ, সম্পাদক এস এম জোহা, পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি ডা. এম এন হক, সাধারণ সম্পাদক মানজার জামিল, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দ্য ওয়্যারের সম্পাদক আরফা খানম শেরওয়ানি, সমাজকর্মী সন্দীপ পাণ্ডে, প্রাক্তন সাংসদ তারিক আনোয়ার, আখবার-ই-মাশরিক-এর সম্পাদক ওয়াসিমুল হক, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সদস্য জয় শংকর গুপ্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। হিংসা মুক্ত ভারত গড়তে গণআন্দোলনের ডাক দিয়েছেন বক্তারা, বলেছেন ভারতের চিরায়ত ঐতিহ্য হল বিবিধের মাঝে ঐক্যের মিলন। এই পথকে শক্তিশালী করতে আগামীর মুক্তির পথ নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন অতিথিরা।

পুজোর ছুটির আগেই সরকারি কর্মীদের বেতন দিতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগেই রাজ্য সরকারি কর্মীরা যাতে অক্টোবর মাসের বেতন পেয়ে যান সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি সরকারা পোষিত ও সহায়তা প্রাপ্ত স্কুল ও সংস্থার কর্মীদেরও আগাম বেতন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে ইতিমধ্যেই সব সরকারি দপ্তর ও স্কুলগুলিকে বেতন বিষয়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে। তাদের বেতন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া ৪ অক্টোবরের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে বলা হয়েছে। সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদেরও বুধবারের মধ্যে অনলাইন বেতন পোর্টালে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অক্টোবর মাসের মধ্যে বেতন দেওয়ার কাজ শেষ করে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু স্কুলগুলির বেতন প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্কুল থেকেই হয়। তাই প্রধান শিক্ষক মারফত স্কুলগুলিকেও দ্রুত এই কাজ শেষ করে ফেলতে বলা হয়েছে।

প্রতি মাসের শেষ তারিখের আগেই সরকারি কর্মচারীরা সেই মাসের বেতন পেয়ে যান। এ বার সেই বেতন পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগেই দিয়ে দিতে চায় রাজ্য সরকার। তাই অক্টোবর মাসের শুরুতেই সেই মর্মে সরকারি অফিস ও সরকারি স্কুলগুলিতে উদ্যোগ শুরু হয়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম দিনেই এ বছর শারদোৎসব হবে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তাই সরকার পক্ষ চাইছে, তার আগেই যাতে কর্মীদের বেতন দেওয়া যায়।

সাধারণত, বেতন প্রদান সংক্রান্ত কাজ শেষ করতে প্রতি মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু এ বার সেই তারিখ প্রায় এক সপ্তাহ এগিয়ে আনা হয়েছে। তাই সরকারি কর্মচারী মহলের ধারণা, অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই তাঁরা বেতন পেয়ে যাবেন।

দিল্লির অনুষ্ঠান জমেনি, তাই চুরির গল্প শোনাচ্ছে তৃণমূল, খোঁচা রাহুল সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার আর এসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে বেলুড় মঠে এসে তৃণমূলকে খোঁচা দিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। তিনি দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মসূচিতে তৃণমূল সাংসদদের মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বলেন, 'তৃণমূল যে কর্মসূচি করতে গেছিল সেটা ঠিক করে হয়নি। এখন মিথ্যে বলে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে।'

রাজ্য সফরে এসে মঙ্গলবার বেলুড় মঠে আসেন আর এস এস এর প্রধান মোহন ভাগবত। মঙ্গলবার তিনি কলকাতায় আসেন। যেখানে আরএসএস এর কার্যালয়ে রয়েছে কেশব ভবন সেখানেই তিনি প্রথম যান। এরপর বিকালে বেলুড় মঠে আসেন ভাগবত। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। লোকসভা ভোটের আগে আর.এস এস প্রধানের রাজ্য সফরে আসা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মঙ্গলবার একটি পত্রিকার ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান বেলুড় মঠে উপস্থিত ছিলেন।

লাগাতার বৃষ্টি ও ডিভিসির জল ছাড়ায় প্লাবনের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম্নচাপের জেরে লাগাতার বৃষ্টি ও ডিভিসির বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ায় রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ডিভিসি এদিন নিজেদের বিভিন্ন জলাধার থেকে আরও এক লক্ষ দশ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে। মাইথন জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে ৩৫ হাজার কিউসেক জল। পাঞ্চেত জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে ৭৫ হাজার কিউসেক জল। এর ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়ার, একাধিক অংশ প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এর মধ্যে হুগলি জেলার অবস্থা সব থেকে বেশি আশঙ্কাজনক বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এমত অবস্থায় রাজ্য সরকার বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় সবরকমের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। নিরন্তর ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ডিভিসির তরফে মুখ্য সচিবকে জানানো হয়েছে, ৫ অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বভাস রয়েছে। এর মধ্যে বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখে এই জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। রাজ্যের সেচ দপ্তর পরিস্থিতির ওপর নজর রাখারা পাশাপাশি ডিভিসি ও ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রাখছে। জেলাগুলিকে বলা হয়েছে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তার ওপর পাঁচ ঘন্টা অন্তর অন্তর বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে রিপোর্ট পাঠাতে। যেসব অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সেই সবঅঞ্চলে অগ্রিম ব্যবস্থা নিতে হবে; পর্যাপ্ত ওষুধের ব্যবস্থা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। পাঞ্চেত, মাইথন ও দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ক্রমাগত জল ছাড়ার ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে দামোদরের সংলগ্ন নিম্নবর্তী এলাকাগুলিতে। জলঢুকতে শুরু করেছে দুর্গাপুর নগর নিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন সোনাই চণ্ডীপুর এলাকায়। ধাপে ধাপে গ্রামের ভিতর জল ঢোকায় বেশ কিছু নিচু জায়গায় থাকা বাড়িগুলি জল মগ্ন হয়ে পড়েছে। এলাকা পরিদর্শনে আছেন মেজিয়া ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিকরা । শিলাবতি নদীর জল ঢুকতে শুরু করেছে ঘাটালের নীচু এলাকাগুলিতে। জলস্থর ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ঘাটাল ব্লকের ব্যাঙরালে রাস্তার ওপর জল জমেছে প্রায় হাঁটু সমান, সেই জল পেরিয়ে চলছে স্কুল পড়ুয়া থেকে স্থানীয়দের যাতায়াত। কোথাও জল এক হাঁটু তো কোথাও এক কোমর, আবার কোথাও কোথাও জল পারাপার করার একমাত্র সম্বল ডিঙি।

বৃষ্টির ফলে জল বাড়তে শুরু করেছে সুবর্ণরেখা ও কেলেঘাই নদীতে। গালুডি জলাধার থেকে দফায় দফায় জল ছাড়াই সুবর্ণরেখা নদীতে বাড়তে শুরু করেছে জল। আর আগাম প্রস্তুত থাকতে সুবর্ণরেখা তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের উপভোক্তা সংখ্যা ২ কোটি পার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের উপভোক্তা সংখ্যা ২ কোটি পার করল। সদ্য সমাপ্ত দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আরও ৯ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৭ হাজার মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। এবার তার সঙ্গে আরও ৯ লক্ষ মহিলা যোগ হওয়ায় ওই সংখ্যা দু- কোটি পেরিয়ে গেল। খুব শীঘ্রই ওই মহিলাদের প্রকল্পের আওতায় অর্থ সাহায্য করা শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।পুজোর মুখে রাজ্যের এই সমস্ত মহিলার জন্য এটাই মুখ্যমন্ত্রীর তরফে দুর্গাপুজোর উপহার হতে চলেছে বলেও জানাচ্ছেন রাজ্যের আধিকারিকরা।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই বছর দুর্গা পুজোর আগেই বাংলার দেড় কোটি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'র আর্থিক অনুদান পাঠানো শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মাত্র দু'বছরেই সেই প্রকল্পের উপভোক্তা সংখ্যা এবার ২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের আওতায় এখন বাংলার তপসিলি জাতি ও উপজাতির উপভোক্তারা পান প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে। বাকিরা পান ৫০০ টাকা করে। বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রে অবশ্য সবাই প্রতিমাসে ১ হাজার টাকা করেই পান। এই প্রকল্প চালু হওয়ার পরে রাজ্যের সব থেকে বড় নির্বাচন ছিল সদ্য মিটে যাওয়া পঞ্চায়েত ভোট। এই নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদলকে ডিভিডেন্ড জুগিয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প। ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার অর্থ কেন্দ্র আটকে রেখে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে 'ক্ষত' তৈরি করতে চাইলেও, লক্ষ্মীর ভান্ডার তাতে কিছুটা প্রলেপ দিতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করেন সমাজবিদরা। একই সঙ্গে দেশের মধ্যে মাত্র ১টি রাজ্যে একটি প্রকল্পের উপভোক্তা সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ায় তা কার্যত এক নয়া রেকর্ড তৈরি করেছে। এতদিন লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য প্রতি মাসে রাজ্যের কোষাগার থেকে খরচ হতো প্রায় ১০৯০ কোটি টাকা।

১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার আরও এক দফায় রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে। বুধবার বিধাননগরের পূর্ত ভবনে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য ইতিমধ্যেই উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের তরফে কলকাতা, প্রেসিডেন্সি, নেতাজি সুভাষ মুক্ত, বাবাসাহেব আম্বেদকর, বাঁকুড়া, রায়গঞ্জ, ঝাড়গ্রাম রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়-সহ মোট বারোটিবিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের চিঠি দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য অধ্যাপক, অধ্যক্ষ-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সব শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মীদের বেতন প্রদান কাঠামো পরিবর্তন করতে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকরা প্রথম দফায় সম্প্রতি নবান্নে রাজ্যের এগারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন।

সীতারামলোকে বড়মা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারমাদাস ওঙ্কারদেবের মানসকন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া, বড়মা বলে পরিচিত ছিলেন, গত বৃহস্পতিবার ভোররাতে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের দীক্ষিত কৃষ্ণপ্রিয়া দেবিকে তিনি বড়মা বলে ডাকতেন। মঠের পক্ষে উত্তম দে জানান, সংসার ত্যাগ করে তিনি বালটিকুরি সদানন্দ মঠে জীবন কাটান। ওঙ্কার দেবের বহুলীলার সাক্ষী বড়মা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৪ অক্টোবর ১৫ আশ্বিন, ১৪৩০, বুধবার

পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তৎপরতা বাড়াল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মূলত উত্তর ২৪ পরগনার পুরসভাগুলিতে নথিপত্র খতিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় সংস্থা জানতে পেরেছে বিস্তর গরমিল রয়েছে দেড় হাজার চাকরির নিয়োগপত্রে। আর ওই সব চাকরির নেপথ্যে প্রভাবশালীদেরও হাত রয়েছে। এই প্রভাবশালীদের খুঁজে বের করতে তৎপর ইডি।

২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে পুরসভাগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা ছিল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত অয়ন শীলের সংস্থা এবিএস ইনফোজোনের। ওই সংস্থার মাধ্যমেই নিয়োগের প্রক্রিয়া চলে পুরসভাগুলিতে। অন্যান্য সংস্থাগুলিকে টপকে কী ভাবে অয়ন শীলের সংস্থা চাকরির পরীক্ষা নেওয়ার বরাত পেয়েছিল এবং ওএমআর শিটে কারচুপি হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে গিয়েই হাজার দেড়েক চাকরির ক্ষেত্রে গরমিলের ঘটনা নজরে আসে তদন্তকারীদের।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, এই চাকরিপ্রার্থীদের খুব শীঘ্রই সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। ইডির তদন্তকারীরা মনে করছেন, উত্তর ২৪ পরগনার ১২টি পুরসভায় ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রায় ৫ হাজার চাকরির ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানো হয়েছিল। উল্লেখ্য, এর আগে ইডি আদালতে জানিয়েছিল পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রায় ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

মা ফ্লাইওভারে বাইক চালকের গলা কাটল চিনা মাঞ্জা সুতোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রচার হয়েছে বহুবার। বিক্রিতেও রয়েছে কড়াকড়ি। এমনকী পরিস্থিতি সামাল দিতে উড়ালপুলে পরীক্ষামূলকভাবে নেটও লাগানো হয়েছে। তারপরেও হচ্ছে না কাজ।

ফের মা উড়ালপুলে চিনা মাঞ্জায় আহত এক বাইক চালক। পুলিশ সূত্রে খবর, আহত ব্যক্তির নাম আরিফ। তিনি পিনকিক গার্ডেনের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, সকালে বাইক নিয়ে মা ফ্লাইওভার ধরে ভবানীপুরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বাইকের গতিবেগ স্বাভাবিক ছিল। আচমকাই ফ্লাইওভারের ওপরে গলায় টান পড়ে তাঁর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইক নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে যান। তবে হেলমেট থাকায় আঘাত বিশেষ গুরুতর হয়নি

বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। গলায় সামান্য ক্ষত তৈরি হয়েছে তাঁর। বছর চল্লিশের ওই ব্যক্তি পরে নিজেই উঠে সেই চিনা মাঞ্জা ছিড়ে ফেলে দেন। আশপাশের গাড়িচালকরা দ্রুত এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, মাথায় হেলমেট থাকায় তিনি রক্ষা পান। তবে তাঁর হাঁটুতে চোট লেগেছে।

চিনা মাঞ্জা সুতোয় মা ফ্লাইওভারে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের মাঞ্জা সুতো বিক্রিতে কড়াকড়ি রয়েছে। তারপরেও কাজ না হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে ফ্লাইওভারে জাল দেওয়াও হয়েছে, সুতো আটকাতে। তারপরেও থামছে না বিপদ। গত জানুয়ারিতেও ঠিক একই ভাবে কাজে যাওয়ার পথে চিনা মাঞ্জায় আহত হন এক বাইক চালক। তিনিও বাইক থেকে পড়ে যান। তাঁর ডান চোখে মারাত্মক আঘাত লাগে। বছর তেইশের ওই যুবক বজবজের বাসিন্দা ছিলেন। এর আগে স্ত্রীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথে চিনা মাঞ্জায় গুরুতর আহত হন এক ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রীয়েরও গলায় ক্ষত তৈরি হয়ে প্রবল রক্তক্ষরণের জেরে তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

এদিকে গত বছরই লালবাজারের তরফে বিশেষ পদক্ষেপ করা হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নির্দেশ যায় প্রতিটি ডিভিশনেও। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রবণতা বেশি, এমন এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে ড্রোন উড়িয়ে নজরদারিরও ব্যবস্থা করা হয়। শহরের একাধিক উড়ালপুলের বিপজ্জনক অংশে ঘুড়ির কাটা সুতো ধরতে পুলিশকর্মীদের মোতায়েন করা হয়। তবে তাতে কাজের কাজ যে কিছুই হচ্ছে না এটা স্পষ্ট একের পর এক ঘটনায়।

ডেঙ্গু নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের, হস্তক্ষেপ দাবি কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গু নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। আদালতের হস্তক্ষেপও দাবি করা হয়েছে এই মামলাকারীর তরফ থেকে। আদালত সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলা গ্রহণও করা হয়েছে। এদিকে ডেঙ্গুর সংক্রমণে উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্যের। ডেঙ্গু এতদিন মূলত শহরাঞ্চলের মাথাব্যথার কারণ থাকলেও এখন মফস্বল এমনকী গ্রামাঞ্চলগুলিতেই চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসমর্থিত সূত্রে খবর, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৫০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনও দফায় দফায় বৈঠক করছে। তৈরি হয়েছে, ডেঙ্গু দমনে ব্লু-প্রিন্টও। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুকে বাগে আনা সম্ভব হয়নি। এমন অবস্থায় এবার রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। মশা বাহিত এই রোগের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে আদালতে

জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন সঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক চিকিৎসক। আদালত সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন ওই চিকিৎসক। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের বিভিন্ন পুরনিগম ও পুরসভাগুলি ডেঙ্গু পরিস্থিতির মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ। এমনকী পঞ্চায়েতগুলিও ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে অভিযোগ মামলাকারী চিকিৎসকের। উল্লেখ্য, রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্র-রাজ্য চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে। দিল্লি বলছে, ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্য তথ্য পাঠাচ্ছে না। আবার রাজ্য বলছে, কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য ঠিকঠাক আসছে না। সেই বিষয়টিও তুলে ধরেও মামলাকারী চিকিৎসক জানাচ্ছেন, এই জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ওই চিকিৎসক। বিভিন্ন হাসপাতালে প্লেটলেটের আকাল রয়েছে বলেও অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এসবের জন্যই ডেঙ্গু পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। এমন অবস্থায় তাই জমা জল নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ ও র‍্যাপিড ব্লাড টেস্টের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিতে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ওই চিকিৎসক।

বন্ধ স্টুডিও থেকে মিলল মালিকের পচাগলা দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : বেশ কয়েকদিন ধরেই স্টুডিও বন্ধ হয়ে পড়েছিল। মঙ্গলবার সকালে ওই স্টুডিওয়ের ভেতর থেকে পচা গন্ধ পান এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। ফটো স্টুডিওয়ের দরজা ভাঙতেই উদ্ধার হল স্টুডিও মালিকের পচাগলা দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মোহনপুর থানার ব্যারাকপুর জাফরপুর চালবাজার এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম স্বপন দাস (৫৮)। তিনি গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত ব্যক্তি নোয়াপাড়া থানার পলতা জহর কলোনির বাসিন্দা হলেও, কয়েক বছর ধরে তিনি নিজের স্টুডিওতে থাকতেন। পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাস্থলে এসে মৃতের এক পরিচিত পরিতোষ কুমার দাস বলেন, ‘স্টুডিওতে তিনি একাই থাকতেন। পেশায় তিনি ফটোগ্রাফার ছিলেন। তবে আর্থিক অনটনের কারনে তিনি

মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তিন-চারদিন আগে ওনার সঙ্গে তার শেষবার দেখা হয়েছিল।’ পরিতোষ বাবুরও ধারণা, মানসিক অবসাদের জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ওই ফটোগ্রাফার আত্মহত্যা করেছেন।

শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পালের তুলির ছোঁয়ায় মা দুর্গার রূপ পাচ্ছেন টলিউড অভিনেত্রী পূজা রায়। ছবি: অদিতি সাহা

রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, ভাঙচুর মুচিপাড়ার নার্সিংহোমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এবং রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হল মুচিপাড়া থানার একটি নার্সিংহোম। ভাঙচুর করা হল নার্সিংহোম। ঘটনায় আহতও হন এক পুলিশকর্মী। মৃতের নাম সাদাব আহমেদ। বছর ৩৫-এর ওই যুবকের বাড়ি ছিল নেনিন সরনীতে।

মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, কয়েকদিন আগে সাদাবকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। রাত্রিবেলা নার্সিংহোমের তরফ থেকে পরিবারের কাছে ফোনে জানানো হয় সাদাবের অবস্থার অবনতি হয়েছে।

চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন আরও টাকার। এরপরই মঙ্গলবার সকালে জানানো হয় ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ , নার্সিংহোমে যথাযথ চিকিৎসা হয়নি। এরপর সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ নার্সিংহোমে ঢুকে ভাঙচুর চালায় মৃতের আত্মীয় পরিজন।

অভিযোগ, মৃতের পরিবারের আত্মীয় ও পরিচিতরা যাঁরা চড়াও হয়েছিলেন তাঁরা নার্সিংহোমে ঢোকার সময় কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীকে ধাক্কা মারেন। এরপরই শুরু হয় বচসা এবং ভাঙচুরের ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। ডিসি সেন্ট্রাল নিজে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। দফায়-দফায় তৈরি হয় উত্তেজনা।

পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন রোগীর আত্মীয়পরিজন ও প্রতিবেশীরাও। এদিকে পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়নি মৃতের পরিবারের তরফে। অন্য দিকে, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ সম্পর্কে হাসপাতালের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়াও মেলেনি। মৃতের এক পরিজন জানান, ‘আমাদের কাছে প্রথমে ৪০ হাজার টাকা চাওয়া হয়। আমরা তাই দিয়ে দিই। এরপর রাত্রিবেলা আরও ৪০ হাজার টাকা চাওয়া হয়। এরপর আজ শুনি রোগী মারা গিয়েছে।’

পুজোয় সরিয়ে রাখা যাক ‘মুখোশের মুকুট’ বার্তা কালিন্দী শারদোৎসব কমিটির

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কথাতেই আছে, মনুষ্য চরিত্র বেজায় জটিল। এ কথা যে কতটা সত্য, তা মালুম হবে আসন্ন দুর্গাপুজোর চারটে দিনের মধ্যে একটিবার কালিন্দী বি ব্লকের শারদোৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপে পা রাখলেই। মনুষ্য চরিত্রকে কেন্দ্র করেই ২০২৩-এর পুজোয় তাদের থিম ‘মুখোশের মুকুট’।

এই থিমের মাধ্যমে পুজো উদ্যোক্তারা তুলে ধরছেন মানুষের জীবনের বহু পর্যায়কে। সেখানে মূলত মানব জীবনকে ভাগ করা হচ্ছে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মধ্য বয়স, প্রৌঢ়ত্ব আর বার্ধক্য এমনই কতগুলো ভাগে। এবার এই ভাগগুলোকে পর্যালোচনা করলে অতি সহজেই বোঝা যাবে কোনও এক বক্তির জীবনে কী ভাবে পরিবর্তন আসে এই এক-একটি স্তরে। যেমন, শৈশবের সঙ্গে কোনও ভাবেই মেলানো যায় না তাঁর কৈশোরকে। আবার কেউ যখন বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন তিনি তাঁর মধ্য বয়সে ঠিক কেমন ছিলেন তা বোঝাও অত্যন্ত দুরূহ। অথচ, সেই ব্যক্তি বা মানুষটি কিন্তু এক। এতো গেল অত্যন্ত সাধারণ এক বিশ্লেষণ।

এবার আরও একটু খতিয়ে দেখলে নজরে আসবে, একটি মানুষ কী ভাবে তার চরিত্র বা স্বভাব বদলান তাঁর পেশাগত জীবনেও। যেমন, কোনও ব্যক্তি তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে ঠিক যেমনটি ব্যবহার করেন অবসর নেওয়ার সময়ে সেই ব্যবহার অনেকেরই বদলে যায়। এর পাশাপাশি কোনও ব্যক্তি তাঁর পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন এক এক সময়ে তিনি ধারণ করেন এক এক রূপ। উর্ধ্বতনের সঙ্গে যে বিনীত স্বরে কথা বলেন, তার ছিঁটেফোটাও দেখা মেলে না অধীনস্থ কারও সঙ্গে কথা বলার সময়। এ এক

অদ্ভূত বৈপরীত্য ছাড়া তো আর কিছুই নয়।

এবার আসা যাক কোনও এক ব্যক্তির পারিবারিক জীবনে। সেখানে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন নানা সম্পর্কে। এই পরিবর্তন বড্ড বেশি ধরা পড়ে কোনও নারীর ক্ষেত্রে। প্রতি মুহূর্তে পরিস্থিতির সঙ্গে বদলাতে থাকে তাঁদের রূপ। পিতৃগৃহে যখন তিনি অবস্থান করছেন তখন বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার একরকম। সেখানে নানা অভাব-অভিযোগ আর আবদার জড়িয়ে থাকে তাঁর কথায়। এরপর বিরাট পরিবর্তন আসে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর। তখন ওই কন্যাই হয়ে ওঠেন একটি পরিবারের কান্ডারী স্বরূপ। মা হওয়ার পর রূপ যায় আরও বদলে। কয়েক বছর আগে যিনি তাঁর পিতৃগৃহে তাঁর বাবা-মাকে নানা আবদারে অতিষ্ঠ করে তুলতেন এবার তাঁকেই সামাল দিতে হয় তাঁর সন্তানদের। সব মিলিয়ে এক নারীই তো একটি সংসারের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি। আর কথাতেই আছে, যে কোনও নারী শক্তির আধারও বটে। ফলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলায় তাঁর রূপও।

অর্থাৎ, যে কোনও মানুষের জীবনকে একটি আধার হিসেবে ধরা হলে সময় বিশেষে তাঁর পরিচয় ভিন্ন। যেন প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে মুখোশ পড়ে চলছে তাঁদের অভিনয়। নানা সময়ে নানা কাজে এই ভিন্নতার প্রতিফল ঘটলেও পুজোর চারটে দিন প্রত্যেকেই বেরিয়ে আসেন এই মুখোশের আড়াল থেকে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নেন মাতৃ আরাধনায়। এই ভিন্নতার মুখোশ থেকে বেরিয়ে এসে দুর্গাপুজোয় মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়ার এই ঘটনাকেই শিল্পী অর্কপ্রভ রায় এবং ইন্দ্রজিৎ সিনহা তুলে ধরেছেন কালিন্দী শারদোৎসব কমিটির পুজোয়। এই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই মাতৃ প্রতিমা নির্মাণ করছেন মৃৎশিল্পী প্রদীপ রুদ্র পাল। মাতৃ প্রতিমা নির্মিত হচ্ছে একেবারেই সাবেকি ঢংয়ে। যেখানে মাকে দেখা যাবে তাঁর রুদ্রাণী রূপকে। এদিকে আলোকসজ্জাতে থাকছে সাবেকিয়ানার ছাপ। যা বিস্মৃত হতে চলেছে বঙ্গজীবন থেকে। আবহের দায়িত্বেও রয়েছেন অর্কপ্রভ-ই।

তবে কালিন্দীর বি-ব্লকের এই পুজো সম্পর্কে দু-একটা কথা না বললেই নয়। দেখতে দেখতে ৪৫ বছরে পা দিল কালিন্দী আবাসনের এই পুজো। প্রতিবারই নানা চমক থাকে। এবারেও সেই চমকের যে ঘাটতি থাকবে না তা স্পষ্ট পুজোর থিমে। আরও একটা বড় কথা হল, এই পুজোর ডেকরেশনের দায়িত্বে থাকেন কালিন্দীর আবাসিকরাই। এক্ষেত্রে পুজোর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই আট থেকে আশির হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয় নজরকাড়া এই পুজো মন্ডপ। এবারেও তার ব্যতিক্রম নেই। বাঁশ, কুলো, বেতের কঞ্চি আর প্লাইউড দিয়ে মণ্ডপ সাজাতে হাত লাগিয়েছেন কচিকাচা থেকে পক্ককেশীরাও। একইসঙ্গে পুজো উদ্যোক্তারা এও জানিয়েছেন, পুজো মণ্ডপে পা দিলে মিলবে ঘরের পুজোর ছোঁয়া। সঙ্গে প্রতিদিন থাকছে ভোগের ব্যবস্থাও। যাঁরাই পুজো মণ্ডপে আসবেন তাঁরা এই ভোগ থেকে যে বঞ্চিত হবেন না তারও আশ্বাস মিলেছে পুজো উদ্যোক্তাদের থেকে। সঙ্গে উপরি পাওনা বলতে পুজোর কয়েকটা দিন সন্ধেয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সর্বোপরি এই বাজারে ৮ লাখের পুঁজি নিয়েও যে এত বড় পুজোর উদ্যোগ নেওয়া যায় তার এক দৃষ্টান্ত স্থাপনে এবারও তৈরি কালিন্দী বি ব্লকের শারদোৎসব কমিটি।

ছাত্র সংসদের নির্বাচনে জটিলতা কোথায় জানতে চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকার কারণে এবার আদালতের দ্বারস্থ হলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র। এদিকে দ্রুত ছাত্র ভোট করানোর দাবিতে ইতিমধ্যেই একাধিকবার সরব হয়েছে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি। এবার রাজ্যের প্রায় ৫০০ কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ঋষভ সাহা। মঙ্গলবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি ছিল। এই মামলারই প্রেক্ষিতে রাজ্যের অবস্থান জানতে চায় আদালত। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ভোট কেন করানো যাচ্ছে না, সেই বিষয়ে এদিন আদালতে সরকার পক্ষের বক্তব্য জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জানান, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত

আইনত রাজ্যের সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করানো সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সম্প্রতি অচলাবস্থা কাটাতে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোস। সেই উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছে। সেই বিষয়টিও এদিন আদালতে জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। তাঁর বক্তব্য, যেহেতু একটি মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্র ভোটের আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না।

আদালত সূত্রে খবর, অ্যাডভোকেট জেনারেল এ ব্যাপারে এদিন আদালতে একটি রিপোর্টও জমা দেন।

আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে, ২০১৭ সালের ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড কলেজেস রুলকে চ্যালেঞ্জ করে মামলাকারীরা মামলা করেছে। অভিযোগ করা হচ্ছে, এই বিধি-বলে যাঁরা কলেজের অধ্যাপক ও অন্যান্য পদাধিকারীরা রয়েছেন, তাঁরাই ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্ট-সহ অন্যান্য পদে বসে রয়েছেন। এই বিষয়ে আদালতে উত্তর দেওয়ার জন্য আরও সময় চেয়ে নেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। ২ সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন স্থির হয়েছে।

সম্পাদকীয়

পুজো যেন না থমকায় ডেঙ্গুর ভয়াবহতায়

চলতি বছরে এই পর্যন্ত কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছয় হাজারের নীচে হলেও শহর লাগোয়া জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় সংখ্যাটি দশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে! তারপরেই রয়েছে আরও আটটি উল্লেখযোগ্য জেলা;মুর্শিদাবাদ (৫২১৮), নদীয়া (৪৫১২), হুগলি (৩০৩৮), হাওড়া (২২২৮), ঝাড়গ্রাম (১৫১০), মালদহ (১৬৬৪), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (১৬১৪) ও পশ্চিম মেদিনীপুর (১২২৫)। আক্রান্তের সংখ্যা শনিবার পর্যন্ত হাজারের নীচে হলেও স্বাস্থ্যদপ্তরকে একইভাবে ভাবাচ্ছে দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, নন্দীগ্রাম ও ডায়মন্ডহারবার। বেশকিছু অঞ্চলে ডেঙ্গু আক্রান্তে ন্র সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও নজরে আছে। ডেঙ্গু মোকাবিলার বিষয়টিতে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন, ডেঙ্গুতে বা ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু রুখতেই হবে। ডেঙ্গু দমনে প্রয়োজনে কাজ করতে হবে ২৪ ঘণ্টাই। এই সময়ে জ্বরের রোগীদের খোঁজে স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে বাড়ি বাড়ি ভিজিটের উপরেও জোর দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, জ্বর হওয়া সত্ত্বেও যেসব রোগীর ডাক্তার দেখানো হয়নি তাঁদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা পরিকাঠামোয় যেন কোনওরকম ঘাটতি না-থাকে, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখে তাঁর নির্দেশ, কলকাতায় এবং বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কন্ট্রোল রুমও চালু রাখতে হবে। সরকারের তরফে কোনও ঘাটতি এবং অবহেলা অবশ্যই কাম্য নয়। একইসঙ্গে কিছু দায়িত্ব নাগরিকদেরও রয়েছে। তাঁদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে;চৌবাচ্চা, কুয়ো, ফুলের টব, বাতিল পাত্র, ডাবের খোল, ছোটখাট খানাখন্দ প্রভৃতিতে যেন দীর্ঘদিন জল জমে না-থাকে। কারণ বর্ষার সময় এগুলিই হয়ে ওঠে মশার আঁতুড়ঘর। এই মরশুমে মশার আঁতুড়ঘরগুলিই যে ডেঙ্গুর হটস্পটে রূপান্তরিত হয়, তা বলাই বাহুল্য। আসুন, সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাই সব নাগরিকও। নিজের বাড়ি বা পাড়াটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রাখাই যায়। এইটুকু সচেতনতা এবং দায়িত্বশীলতা নাগরিকদের কাছে সবসময় প্রার্থনীয়। সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকদের পাশে পেলে সরকারের পক্ষে সাধারণ মানুষকে ভালো রাখা সহজ হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে না-হলেও মানসিকভাবে আমরা সকলেই ইতিমধ্যে উৎসবের আবহে প্রবেশ করেছি। উৎসবের পুরো পর্বটি যাতে সকলে আনন্দে এবং স্বস্তিতে কাটাতে পারি, তার জন্য আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে।

শাশ্বত কথা

যেমন ভাব তেমন লাভ

এক ব্যক্তি যেমন কারো পিতা, কারো জ্যাঠা, কারো খুড়া,কারো মেসো, কারো ভগ্নীপতি, কারো শ্বশুর ইত্যাদি ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক হলেও কিন্তু সম্বন্ধ ভেদে অনেক প্রকার প্রভেদ রয়েছে,তেমনি সেই এক সচ্চিদানন্দকে ভক্তেরা শান্ত, দাস্য,সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নানাভাবে উপাসনা করে। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ হয় অর্থাৎ যে তাঁকেই চায়, সে তাঁকেই পায়। আর যে তাঁর ঐশ্বর্য কামনা করে, সে তা-ই পেয়ে থাকে। রাজবাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়ে যে লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি সামান্য বস্তু প্রার্থনা করে, সে অতি নির্বোধ। রাজাধিরাজ ভগবানের দ্বারস্থ হয়ে জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি রত্ন প্রার্থনা না করে অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর নিমিত্ত যে প্রার্থনা করে সে বড়ই নির্বোধ।-

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

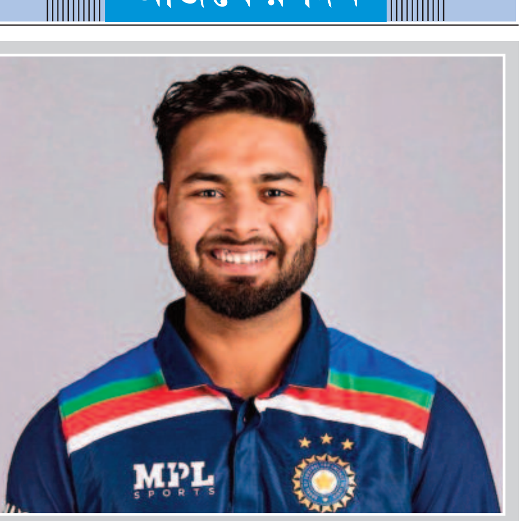

ঋষভ পন্থ

১৯৭৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোহা আলি খানের জন্মদিন*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পাওলি দামের জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋষভ পন্থের জন্মদিন।*

‘তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না...

শান্তনু রায়

দোসরা অক্টোবর দেশের আরও দুই মহান সন্তানের মত তাঁরও যে জন্মদিন তা অনুক্ত সংবাদ ও সমাজ মাধ্যমেও। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন প্রথমা -সহশিক্ষার প্রচলন না থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতকোত্তর, উপমহাদেশের নারীজাগরণের পথিকৃৎ; আবার অবিভক্ত ভারতবর্ষে বিনা বিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দি , ভারতীয় গনপরিষদে অবিভক্ত বাংলার একমাত্র মহিলা সদস্য- তিনি লীলাবতী নাগ বা বিপ্লবী লীলা নাগ ।একদা অবিভক্ত বাংলা তথা বাংলার বাইরে ভারতীয় রাজনীতিতে বিপ্লবী দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা লীলা রায় নামে সমধিক পরিচিত তিনি অধুনা নির্দিষ্ট বৃত্তের বাইরে কিঞ্চিৎ স্বল্পশ্রুত এবং সাধারন জনপরিসরে বিস্মৃতপ্রায়।

অথচ অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা, মেধাবী,সুদর্শনা এবং আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্না তিনি গড়পড়তা বাঙ্গালী মহিলার সুখে স্বচ্ছন্দে নিরাপদ আরামের জীবন হেলায় সরিয়ে, জীবনের কুসুমাস্তীর্ন পথ পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় দূর্গমের পথযাত্রী হয়েছিলেন ।খেলাধুলা ও কন্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের মত বোমা,বারুদ পিস্তলেও সমান পারদর্শী তিনি।

উনিশ শতকের অন্তিম বর্ষে শ্রীহট্টের এক শিক্ষিত সংস্কৃতিমনা পরিবারে ভূমিষ্ঠ লীলা নাগের মধ্যে দেশাত্মবোধ এবং বিপ্লবী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল পারিবারিক পরিবেশে এবং শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভ থেকেই। কবিগুরুর স্নেহধন্যা তিনি জীবনের যাত্রাপথে বারংবার মানসিক শক্তি সঞ্চয় করেছেন সেই মহাদ্রষ্টার আশীর্বানী থেকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধিজীর অনুগামী না হলেও ছিল এক শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পত্রসংযোগও। দূর্গতের সেবায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা লাভ করেছিল মহাত্মার প্রশংসা।

বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ শেষ করেই ১৯২৩ এ ঢাকায় তাঁর উদ্যোগে ‘দীপালি সংঘে’র প্রতিষ্ঠা এবং তার শাখাগুলির পরিচালনায় বিভিন্ন পাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়,বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন অবিভক্ত বাংলায় সমাজসেবা নারীশিক্ষা লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ এক অসামান্য অবদান। তাঁর স্থাপিত ঢাকায় প্রথম বেসরকারি ইংরাজী বিদ্যালয় ‘দীপালি স্কুল’ যার অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি নিজে আজ কামরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল নামে এবং ‘নারীশিক্ষা মন্দির শেরে-বাংলা-বালিকা মহাবিদ্যালয় আজও সগর্বে বিরাজমান। আর্মানিটোলা বালিকা বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। সকল স্তরের নারীদের মধ্যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ, প্রানচাঞ্চল্যও স্বাবলম্বনের আত্মবিশ্বাস সঞ্চারকারী দীপালি সংঘ ও এর নিরলস কর্নধার লীলা নাগও সারা বাংলাদেশে ছিলেন সুপরিচিত। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে দীপালি সংঘের মাধ্যমে বিপ্লবের দুর্গম দুঃসাহসিক পথের ডাক পেয়ে জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আস্থাহীন লীলা নাগের বিপ্লবী দল শ্রীসঙ্ঘে যোগদান ১৯২৬, সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের পথনির্দেশে। প্রসঙ্গত তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই দীপালী সঙ্ঘের শতবার্ষিকী গুরুত্বসহকারে উদযাপিত হচ্ছে ঢাকায় ।তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহিলা ‘আত্মরক্ষাকেন্দ্রে’ও অস্ত্রচালনা লাঠি খেলা শেখানো হত, বিপ্লববাদকে পন্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানে। বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের কথায়, ‘বিত্তশালী পিতার একমাত্র বিদুষী কন্যার পদতলে যখন ভবিষ্যত সুখের সংসার গড়াগড়ি যাচ্ছিল তখন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবীনী হবার প্রতিজ্ঞা করলেন। তৎকালে ঢাকা শহরের আঁধার পরিবেশে একটি দীপশিখার মত তিনি সঞ্চারিত হচ্ছিলেন, কিন্তু বিপ্লবী সংস্থার সংস্পর্শে এসে সারা বাংলার গগনে তিনি সঞ্চারিত হতে থাকলেন বিদ্যুৎশিখার মত’। ১৯৩২ এ চট্টগ্রামে ইউরোপী য়ান ক্লাব আক্রমনের অধিনায়িকা বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়েদ্দারও বিপ্লবের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন দীপালি সংঘে বিপ্লবী লীলা রায়ের কাছে।

ইতিমধ্যে ১৯৩১এ তাঁর উদ্যোগে এবং সম্পাদনায় ‘মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শংকাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত করবার’ উদ্দেশ্যে নারী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য ও নামকরনকৃত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক রুচিশীল পত্রিকা ‘জয়শ্রী’র অভিযাত্রা-যদিও ১৯৩১ এর ২০শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭ এর ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে বিনাবিচারে দীর্ঘকারাবাস। ১৯৪৭ এ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনে মহিলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর সাহিত্যপ্রীতি ও সম্পাদনাকৃতির সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর। গতানুগতিকতামুক্ত নির্ভীক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ পত্রিকাটির সামগ্রিক রূপে সম্পাদিকার নিজস্ব আদর্শ ও ভাবধারার সাথে তাঁর সুগভীর মনন মনীষা, সূক্ষ্ম বিচারবোধ ও পরিশীলিত রুচির সম্যক উজ্জ্বল প্রকাশ একে বিশিষ্টতা দান করেছিল। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর কথায় ,ততাঁর সম্পাদিত ‘জয়শ্রী’পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যপ্রীতির স্বাক্ষর আছে’।

১৯৩৮এ শ্রীহট্ট মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রী তিনি সুভাষচন্দ্র কর্তৃক গঠিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিতে (যদিও নেহরুভক্তদের অন্যবিধ অপপ্রচার) বাংলা থেকে মহিলা সাবকমিটির সদস্য। . ১৯৩৯ এ সহপাঠী সহযোদ্ধা বিপ্লবী শ্রীসঙ্ঘের নেতা অনিল রায়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উভয়ের নবগঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান। সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে দলের এবং দলীয় মুখপত্রের দায়িত্ব এসে পড়ল।

অন্তর্হিত সুভাষচন্দ্রের বার্লিন বেতার থেকে ভাষনে ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভকরে; সমর্থন ও ইন্ধন পায় কিছু সংবাপত্র ও ঈর্ষান্বিত কিছু দলের। কোন কোন রাজনৈতিক দলের কাছে অদ্ভুতভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি ‘জনযুদ্ধ’ হয়ে গেল। সরকারের সমর্থক ইংরাজী স্টেটসম্যান ১৯৪২ সালের ১৩ই মার্চ সংখ্যায় ‘Fascist in India’ শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ফরওয়ার্ড ব্লক ও সুভাষ অনুগামীদের বিরুদ্ধে কুৎসায় প্রো-ফ্যাসিস্ট ‘the enemies of country’ আখ্যা দিয়ে তাদের ‘put to death’ এর মত কড়া নিদান দিয়ে সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপের দাবি করল। এমতাবস্থায় সন্ত্রস্ত অনুগামীদের মনোবল জোগাতে দেশনেত্রী এগিয়ে এলেন- প্রতিবাদ করলেন বলিষ্ঠ ও শাণিত লেখনীতে We shall not stand it শিরোনামে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায়। .দেশনেত্রীর সেই সময়োপযোগী মূল্যবান রচনার বিশেষ কিছু অংশ ‘আজ যে-দুনিয়ায় আমরা বাস করছি সে একটা পাগলা-গারদ। বিশেষ করে ভারতবর্ষে ভারতবাসীরা আজ যে অবস্থায় আছে তা ঈর্ষার যোগ্য নয়। যুদ্ধ যখন বাংলা সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে ,তার জন্য বিভিন্ন দিকে অদ্ভুত ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ... সর্বোপরি,আমাদের কম্যুনিষ্ট ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক বন্ধুগণও সমস্বরে ‘গণযুদ্ধ’ ও ‘যুক্তফ্রন্ট’ এর চীৎকারে গগন বিদীর্ন করছেন, সেই সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ছুরি মারার উদ্দেশ্যে একটি স্থানীয় কলহকে মতবাদের লড়াইয়ের সাজে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করতে বিরত হচ্ছেন না। আর এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরাই এমন একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের পেছনে আশ্রয় নিচ্ছেন-যার কাজই ছিল ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার নিয়মিত বিরুদ্ধতা করা। ...ভারতীয় রাজনীতিতে এদের একমাত্র ভূমিকা হল সেই পথে চলা-যে পথে চলতেগেলে বাধা স্বল্পতম। এই ‘দেশ প্রেমিকেরা’ই চাইবেন আর সবাইকে কারারুদ্ধ দেখতে,যাতে রাজনীতির ক্ষেত্রটি শুধু তাদের নিজেদের জন্যই পরিষ্কার ও খোলা থাকে। আর এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা নিশ্চিত কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু যতদিন ভারত শৃঙ্খলিত রয়েছে ততদিন এযুদ্ধ কখনো তার কাছে জনযুদ্ধ হতে পারে না’

এরপর ফরোয়ার্ড ব্লক নিষিদ্ধ হল; লীলা রায় অনিল রায়ও গ্রেপ্তার হলেন ১৯৪২ এ। অসুস্থ হওয়ায় ১৯৪৬এ মুক্তির পর অক্টোবরে নোয়াখালি।সে ঘটনার সংবাদ পাওয়ামাত্র অকুস্থলে পৌঁছে ,গান্ধিজীরও আগে, অসংখ্য দুর্গত মহিলাকে প্রধানত একক সক্রিয়তা ও সাহসে উদ্ধার ও আশ্রয়।

দেশভাগের প্রতিবাদে কয়েক্ মাসের মধ্যেই গনপরিষদ থেকে পদত্যাগী লীলা রায় দেশভাগের পর ঢাকায় থেকে যাওয়া মনস্থ করলেও ক্রমে পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূল ও সন্দেহভাজন হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে কোলকাতায় চলে এসে উদ্বাস্তু ও দুর্গত মহিলাদের সেবায় নিজেকে সঁপে দিলেন।

১৯৫২য় কর্কটরোগে সহযোদ্ধা অনিলরায়ের অকালমৃত্যুতে স্বল্পস্থায়ী বিবাহিত জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটলেও কর্মথেকে বিরতি ঘটেনি নিজদুঃখকষ্টে অবিচলিত এই মহিয়সীর। পন্ডিত নেহরুর নীতি ও পদক্ষেপের কঠোর সমালোচক তাঁকে স্বাধীন ভারতেও কারাবরন করতে হয়েছে একাধিক বার পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য।

জয়শ্রীর এক প্রতিবেদনে ব্যক্ত তাঁর এক সংবেদী অনুভূতি ‘বাংলা ও পাঞ্জাব সেদিন স্বাধীনতার যজ্ঞে দিয়েছে মাশুল। মায়ের শৃঙ্খলমোচনের কাজে যারা রাতজাগা পাখি— কোনকিছু যাদের অদেয় ছিলনা...জয়শ্রী এই রাতজাগা পাখিরদলের আজও একটি শরিক। সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ঐতিহ্যের পরিবর্তে বর্তমান ভারতের পরিচয় কি? ক্ষমতায় আসীনদের মোহান্ধ বাকসর্বস্বতা, কোটি কোটি নিঃস্ব ভারতবাসীর অর্থে নির্লজ্জ বিলাসব্যসনের ছড়াছড়ি, শক্তিধরদের আশ্রয়লালিত পর্দার আড়ালে জগন্য দূর্নীতি, শুধু অযোগ্যই নয় আত্মগোপনকারী দেশদ্রোহীদের নির্লজ্জ সমর্থনে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী নীতি অনুসরণ।... যারা এই নীতির সমালোচনায় নির্ভীক, তারাই দেশদ্রোহী কারণ তারাই নেহরুনীতির বিরোধী। ভারতের স্বার্থ ও নেহরুর অন্ধ সমর্থন আজ সমার্থক’।

প্রধানত ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মকান্ডের সূচনা ও আবর্তিত হলেও সমগ্র দেশের কথাই তাঁর ভাবনায় যে ছিল তা পরিস্ফুট হয় জয়শ্রী’র সম্পাসকীয় স্তম্ভে ও অন্যত্র তাঁর বিবিধ রচনায় এবং তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার প্রেক্ষিত থেকে। পন্ডিত নেহরুর এবং কংগ্রেসের নীতির কঠিন সমালোচক যে তিনি ছিলেন জয়শ্রী পত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন রচনায় তা স্পষ্ট। একথা অনুমান করা যায় যে যদি তিনি নীতির প্রশ্নে একটু আপোষ করতেন, তৎকালীন ক্ষমতাধরদের কাছে একটু মাথা নত করতেন তবে হয়ত তিনি রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার অলিন্দের কাছে পৌঁছতে পারতেন; রাজনৈতিক প্রাপ্তিযোগও হয়ত অলভ্য ছিলনা। কিন্তু তাঁর আদর্শনিষ্ঠা শুভ্র আত্মসম্মান বোধ ,পারিবারিক সুত্রে প্রাপ্ত নির্লোভ দেশাত্মবোধ আত্মোৎসর্গের প্রেরনার সঠিক দিশ্মী হয়েছে। নীতির প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন; তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল অন্যায়কে মেনে নেওয়া বা এরসাথে মানিয়ে নেওয়া। নিজের জীবনের অভিমুখ জ্ঞাপনে সপ্তদশী তিনি পিতাকে লিখেছিলেন— আমার উদ্দেশ্য নয় এই পৃথিবীতে লোকের প্রিয় হওয়া। কিন্তু এই পৃথিবীতে খাঁটি হওয়া। খাঁটি হয়েও যদি প্রিয় হতে পারি তবে তো কথাই নেই। সুভাষবাদের একনিষ্ঠ অনুগামীকে হয়ত আপসহীন মনোভাবের মূল্য দিতে হয়েছিল বিভিন্নভাবে। কিন্তু এতে অবিচল তিনি একটি সর্বভারতীয় দলের বঙ্গীয়প্রাদেশিক শাখার চেয়ারম্যান পদ মেয়াদ অতিক্রান্তের পূর্বেই হেলায় ছেড়ে আসেন রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে;আর ৬৭ বছর বয়সেও নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করতে পারেন ‘আমি আত্মনিবেদিত বিপ্লবী, পেছুটান আমি রাখিনা’।

বিমানদুর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্পে অবিশ্বাসী নেতাজির এই ঘনিষ্ঠ অনুগামীর দৃঢ় প্রতীতি ছিল ফইজাবাদের গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজীই নেতাজি যার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল।

বর্তমান রাজনীতির আবহে তাঁর আদর্শবাদিতা, অতুলনীয় নির্লোভ আত্মত্যাগ হয়ত রূপকথা সদৃশ মনে হলেও সত্য এই যে দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গিত সমকালীন আরও অনেক মহাপ্রানের মধ্যে অগ্নিকন্যা বিপ্লবী লীলা রায় নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমী এবং অননুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারনে ‘তাঁর অসামান্য উদারতা ও পরোপকারবৃত্তির পরিচয় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমিও একজন।... তাঁর যথার্থ স্থান সেই পঙক্তিতে, যেখানে আছেন আমাদের সমকালীন ও অগ্রজ সেইসব মানুষ, যাঁরা নিজের কথা না-ভেবে আদর্শের কাছে আত্মদান করেছেন, চেয়েছেন সুখের বদলে জীবনের এক মহত্তর সার্থকতা’। ব্যাধিতে অচৈতন্য হয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতাল-বাসের পর ১৯৭০ এর ১১ই জুন এই চির প্রনম্য বিপ্লবী দেশনেত্রীর জীবনদীপ অস্তমিত হল। সব পিছুটান ছিন্ন করে চলে গেলেন, সেই আত্মনিবেদিত বিপ্লবী।

এমন এক মহতী জীবনের স্মরনে চর্চায় প্রানিত হলে আধুনিক প্রজন্ম এবং এদেশের র্তমান নারীবাদীরা এক অত্যাশ্চার্য ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উদ্ধার হয়ত সম্ভব।

আত্মবিস্মৃত বর্তমান বাঙ্গালিয়ানায় তাঁর জন্মদিন নিভৃতে কাটলেও ইতিহাসের কিছু সত্যকে এবং এর সম্পর্কিত মহাজীবনকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে এনে জনমানসে পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন হয় চলতি সময়ের প্রেক্ষিতে, শিকড়ের অন্বেষনের তাগিদে।

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ

গান শুনতে শুনতে সুরালোকে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি

অরিন্দম ঘোষ

১৯৩১ সালের ৪ অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ার ব্যানার্জিপাড়ায় নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হেমপ্রভা দেবীর সন্তান সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ।ছোটবেলা থেকেই সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারিণী সন্ধ্যা যেকোনো গান একবার মাত্র শুনেই কণ্ঠস্থ করে নিতে পারতেন, তাই বাবা- মা আদর করে নাম দেন দুলদুল। সম্পূর্ণ সঙ্গীত সাধনার মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠতে থাকেন দুলদুল।

ম্যাট্রিক অবধি তিনি ঢাকুরিয়া বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। তাঁর সঙ্গিতিক প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি সহায়তা করে ছিলেন বড়দা রবীন্দ্রনাথ আর মেজদা ধীরেন্দ্রনাথ। বিভিন্ন মিউজিক কম্পিটিশনে তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন তাঁকে। সন্ধ্যার প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন আচার্য যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘ ছয় বছরকাল সন্ধ্যা তাঁর কাছে তালিম নিয়েছেন ।একদিন সন্ধ্যা বড়দা বীরেন্দ্রনাথের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তিনি ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করতে চান। তখন ওস্তাদজি কলকাতায় এলে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ডিকশন লেনের বাড়িতে উঠতেন। সেখানেই বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের তালিম দিতেন তিনি। বোনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে সন্ধ্যার বড়দাদা সোজা গিয়ে হাজির হলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে। জ্ঞানপ্রকাশ খবরাখবর নিয়ে সন্ধ্যার বড়দাকে জানালেন যে, বড়ে গোলাম আলি সন্ধ্যাকে শেখাতে সম্মত হয়েছেন। প্রথাগতভাবেই ওস্তাদজীর ছাত্রী হিসেবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সন্ধ্যা। ১৯৪৯ সালের এক শীতের সকালের পুণ্য দিনে সমস্ত উপাচার সাজিয়ে সন্ধ্যা হাজির হলেন গুরুজীর বাড়িতে। বড়ে গোলাম আলি বিরাট এক বড় গোল ট্রের মধ্যে থাকা নানাবিধ উপকরণ হতে মোটা লাল সুতো তুলে নিয়ে বেঁধে দিলেন সন্ধ্যার হাতে। শিষ্যার মুখে দিলেন গুড় আর একটু ছোলা। গুরু-শিষ্যার সাঙ্গীতিক ‘নাড়া’ বাঁধার প্রক্রিয়া এইভাবেই শুরু হল।

১৯৫০ সালের কথা। বোম্বে তখনও মুম্বাই হয়নি। সেই সময়ই হিন্দি ছবিতে গানের ডালি সাজাচ্ছেন একগুচ্ছ বঙ্গসন্তান। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। বাংলা ছেড়ে তাঁর প্রথম বোম্বেযাত্রা শচীন দেববর্মনের হাত ধরে। যাই হোক, সন্ধ্যার বোম্বেবাসের মেয়াদ ছিল মাত্র দু’ বছর। তারপর তিনি আবার ব্যক্তিগত কারণে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। আর কোনোদিন বোম্বেমুখো হননি তিনি। তাঁর গান গাওয়ার প্রারম্ভিক পর্ব রাইচাঁদ বড়াল ও রবীন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। অন্যদিকে জীবনের গোধূলিলগ্নে কবীর সুমনের কথায় এবং সুরে তিনি সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন , ‘আসছে শতাব্দীতে, আসব ফিরে তোমার খবর নিতে’

মাত্র ১২ বছর বয়সে আকাশবানী কলকাতার ‘গল্পদাদুর আসরে’ প্রথম গাইলেন গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্যের লেখা গান

‘যদি বা ফুরালো গান
ঝরিল দুয়ারে লতা
নয়নে আছে গো জল।’

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, হিন্দি, বাংলা চলচ্চিত্রের গান, আধুনিক গান, ভজন, ভক্তিগীতি, টপ্পা, কীর্তন, বাউল গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি সর্বত্রই তিনি কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ১৯৫০ সালে সন্ধ্যার প্রথম হিন্দি প্লে -ব্যাক ‘তারানা’ ছবিতে। সেখানে লতার সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে ‘বোল পাপিহে বোল রে’ আজও অবিস্মরণীয়।

সন্ধ্যার জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য চমক হল মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস বয়সে এইচ এম ভি স্টুডিওতে রেকর্ডিং। গানের কথা ও সুর দিয়েছিলেন গিরীন চক্রবর্তী। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে রেকর্ডটি বাজারে আসে। দু’টি মাত্র গান সেখানে ছিল একপিঠে ‘তুমি ফিরায়ে দিয়েছ যারে’ আর অন্য পিঠে ‘তোমারো আকাশে ঝিলমিল করে চাঁদের আলো’। ১৯৫৪ সাল সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যার জীবনে আরও একটি মাইলফলক যোগ করল। ওই বছরই মুক্তি পেল ‘অগ্নিপরীক্ষা’। অনুপম ঘটকের সুরে ‘গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু’, ‘যদি ভুল করেই’, ‘কে তুমি আমারে ডাকো’, ‘ফুলের কানে ভ্রমর’ সঙ্গীতশিল্পী বাঙালি মজল সঙ্গীতে; সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হয়ে উঠলেন তাঁদের সন্ধ্যাদি। বিভিন্ন সুরকারের কথায় আর সুরে যেমন তিনি গান গেয়েছেন, তেমনই তাঁর স্বামী শ্যামল গুপ্তর কথায় এবং সুরেও জীবনের অসংখ্য গান গেয়েছেন। অনেক বাংলা সিনেমাতে সুচিত্রা সেনের লিপে গান গেয়েছেন সন্ধ্যাও তৈরি করেছেন চিরকালীন নস্টালজিয়া। সন্ধ্যার কণ্ঠমাধুর্যে সঙ্গীতপ্রেমী বাঙালি নতুন করে অক্সিজেনের সন্ধান পেল। ‘এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার’,‘ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা’, ‘তুমি না হয় রহিতে কাছে’,‘মধুমালতী ডাকে আয়’, ‘গানে মোর কোনও ইন্দ্রধনু’ — কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখব সেই কালজয়ী বাংলা গানের তালিকায়? একে একে পুরস্কার জমা হতে থাকল তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ। ‘জয় জয়ন্তী’ ও ‘নিশিপদ্ম’ চলচ্চিত্র দু’ টি -তে গান গাওয়ার জন্য ১৯৭১ সালে সন্ধ্যা পেলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১৯৬৫ এবং ১৯৭২ সালে বি.এফ.জে.এ পুরস্কার। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বঙ্গবিভূষণ।

অনেক সন্ধ্যা অনুরাগীই প্রশ্ন করেন কেন তিনি ‘গীতশ্রী’? আসলে ১৯৪৬ সালে ‘গীতশ্রী’ পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন সন্ধ্যা। কোর্সে মোট ২০-২৫ টি রাগ ছিল। এছাড়াও সেখানে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতিও ছিল। সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সন্ধ্যা যে শংসাপত্র পেয়েছিলেন তাতে স্বাক্ষর করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, মহম্মদ দাবির খাঁ।

সারা জীবন ধরেই নিজেকে খুঁজে বেরিয়েছেন সন্ধ্যা। ক্রমাগতভাবে ছুঁতে চেয়েছেন উত্তরণের নতুন বিন্দু। অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে যে এত বড় মাপের শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও অনুষ্ঠান শুরুর আগে গানের মহড়া করছেন তিনি। একসময় রাজ্য সংগীত আকাদেমির চেয়ারপার্সন হিসাবে যোগদান করলেও প্রথাগতভাবে গান শেখাননি কখনও। তাঁর নিজের কথায়, ‘গানের প্রধান উদ্দেশ্যই হল মনকে স্পর্শ করা, হৃদয়কে দোলা দেওয়া।... গান হল ঈশ্বরের আপন হাতের দোলা, যে দোলায় হৃদয় যখন সত্যি দুলে ওঠে, আর কি চাই আমরা?’

২৭ জানুয়ারি, ২০২২ সালে কোভিড আক্রান্ত সন্ধ্যা ভর্তি হলেন হাসপাতালে। ২ ফেব্রুয়ারি করোনা মুক্ত হয়ে হাসপাতালের ৩৫৫ নম্বর মহারাজা সুইট হল তাঁর ঠিকানা। শেষ দিনেও চিকিৎসকরা যখন তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিচ্ছেন, গীতশ্রী সেই প্রস্তাব মানতে নারাজ। নার্সদের কাছে আবদার করছেন টিভিতে গান শুনবেন বলে। অ্যাপোলো হাসপাতালের আই .সি. ইউ.- এর ১০৪ নম্বর শয্যা তখন সুরমূর্ছনায় মাতাল হয়ে উঠেছে। চোখ বন্ধ করে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় শুনছেন, ‘এই শহর থেকে আরও অনেক দূরে চলো কোথাও চলে যাই...।’ আচমকা হৃদস্পন্দন ৭২ থেকে ২১, কোনও ডাকে আর সাড়া দিচ্ছেন না তিনি। ১৫ জানুয়ারি,২০২২-এর সন্ধ্যায় সঙ্গীতের অনন্তলোকে পাড়ি জমালেন স্বর্ণযুগের দাপুটে সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু মন তো মানে না;তাই নিজের অজান্তেই বারবার গুন গুন করে উঠি,

‘তুমি না হয় রহিতে কাছে
কিছুক্ষন আরও না হয় রহিতে কাছে
আরও কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে
কিছুক্ষন আরও না হয় রহিতে কাছে।’

টানা বৃষ্টি আর ডিভিসির ছাড়া জলে বন্যার আশঙ্কা আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নিম্নচাপের জেরে একটানা বৃষ্টি আর ডিভিসির ছাড়া জলে আরামবাগ মহকুমাজুড়ে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। ডিভিসি সহ বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। এর ফলে যে কোনও মুহূর্তে আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে বলেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে খানাকুল ও পুরশুড়ায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এর পাশাপাশি আরামবাগ পুরসভা এলাকাতেও দ্বারকেশ্বরের জল উপচে প্লাবিত হতে পারে শহরের কিছু অংশ। আর সেজন্য হুগলি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে হাজির ছিলেন হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, আরামবাগ মহকুমা শাসক সুভাশিনী ই. আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মণ্ডল সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীগণ।

এসডিও সুভাশিনী ই জানান, প্রশাসন সব দিক দিয়ে প্রস্তুত আছে। সমস্ত ব্লক, থানার আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাঁধগুলোর দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। আরামবাগে বৈঠক করে তাঁরা সোজা চলে যান খানাকুলে। খানাকুল ১ নং ব্লকে তারা যান। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তবে খানাকুল ২ নং ব্লকে তাঁরা যাননি। বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি, তাই বন্যা কবলিত হিসাবে পরিচিত খানাকুল ২ ব্লকে হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য, পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন সহ অন্যান্য আধিকারিকরা গেলেন না বলে অভিযোগ। কিন্তু জেলার সবথেকে বন্যা কবলিত খানাকুল ২ ব্লক এলাকা না গিয়েই ফিরে যান তাঁরা। বিজেপি পরিচালিত খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতি বলেই সেখানে যাননি জেলাশাসক, পুলিশ সুপাররা, দাবি বিজেপির।

তাঁদের দাবি, জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সকাল থেকে অপেক্ষা করলেও জেলাশাসক না আসায় ক্ষুব্ধ বিজেপি। খানাকুল ২ বিডিও অফিসে না এলেও এদিন খানাকুল ১ বিডিও অফিসে এসেছিলেন জেলাশাসক, এই পঞ্চায়েত সমিতিটি তৃণমূলের দখলে। ঘটনার খবর পেয়ে খানাকুল ১ ব্লক অফিসেই এসে জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন খানাকুল বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষরা। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেননি জেলাশাসক বলে অভিযোগ।

বিজেপির বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'ঘটনাচক্র কেন্দ্র করে বিপর্যয়ের মাঝেও প্রশাসনকে দিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল। এরকম দেখা যায় না। হয়তো ওনাদের ওপরে ওপরমহলের চাপ আছে। যাই হোক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। আমরা আছি তাদের পাশে।' যদিও, কেন গেলেন না খানাকুল ২ নং ব্লকে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই, প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে চলে যান জেলাশাসক মুক্তা আর্য।

আর তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি স্বপন নন্দীর দাবি, এখানে তৃণমূলের কোনও ব্যাপার নেই। বন্যা হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সেই বিষয়ে প্রশাসনিক কর্তারাই পদক্ষেপ করেন। তাঁরা কোথায় বৈঠক করবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার। তবে আরামবাগ মহকুমার নদীগুলিতে জল বাড়ছে। তাতেই চিন্তিত প্রশাসন।

ডিভিসির জল ছাড়ার জেরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ২ জেলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে কাঠের অস্থায়ী সেতু। বন্ধ নৌ পারাপার। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দামোদর নদ সংলগ্ন বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে আসানসোল-বার্নপুর শিল্পাঞ্চলবাসীদের মধ্যে।

লাগাতার বৃষ্টির কারণে ডিভিসির একাধিক জলাধারে জলস্তর বাড়তে থাকায় জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়া হয়েছে। এই জল ছাড়ার জেরে দামোদর নদে জলস্তর বৃদ্ধি হয়েছে। বার্নপুর থেকে দামোদর সংলগ্ন বাঁকুড়ার এলাকায় পারাপারের জন্য ঈশ্বরডা ও কুকরাকুড়ি নদীঘাট আপাতত বন্ধ। সচরাচর নদের জলস্তর কম থাকলে বাঁশ বা কাঠের সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন দুই জেলার বাসিন্দারা। অন্যান্য বছর নদের জলস্তর বেড়ে গেলে চালু হয় নৌ পরিষেবা। কিন্তু অকাল বর্ষণে হঠাৎ করে দুই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়।

বাঁশের সেতু জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ার পর নৌকা পরিষেবা চালু হলেও মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারণে সেই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যায়। এই দু'টি ঘাটের বাঁশ ও কাঠের সেতু দিয়ে রুজি রুটির টানে বাঁকুড়ার

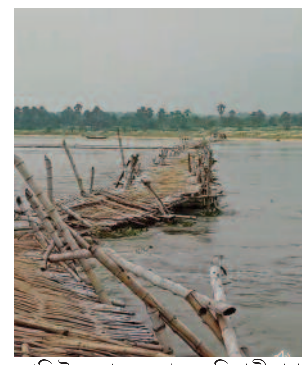

মাজিট বামুনতোর বিহারীনাথ শালতোড়া সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা আসানসোল বার্নপুর শিল্পাঞ্চলে আসেন, তেমনই শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দারা বাঁকুড়ায় যাতায়াত করেন। দামোদর সংলগ্ন বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে কাঁচা সবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস শিল্পাঞ্চলে নিয়ে আসেন ওই অঞ্চলের সবজি চাষিরা।

অপরদিকে বাঁকুড়ার নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনকারী সংস্থায় কাজ করার জন্য শিল্পাঞ্চলের বহু বাসিন্দা নৌকা বা সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন। এই সংযোগকারী সেতু দুই জেলার দূরত্ব বেশ কয়েক কিলোমিটার কম করে। বর্তমানে এই পরিষেবা বন্ধ থাকায় ঘুরপথে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার বেশি রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এই দুই জেলার নদীর নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের।

উল্লেখ্য, পুজোর মরশুমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বভাবতই অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন দুই জেলার বাসিন্দারা।

যুনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India A Government of India Undertaking

আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩,
সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, টেলিফোন- ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

লীজে প্রেমিসেস প্রয়োজন

ব্যাঙ্কের জন্য আসানসোল (রাহা লেন মোড়ের ১.৫০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে), জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ তে শেষভাবে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৭০০ বর্গফুট ± ১০% কার্পেট এলাকা পরিমাপের একটি সু-নির্মিত বাণিজ্যিক জায়গা প্রয়োজন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx বা ই- প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল www.eprocure.gov.in/epublish/app দেখুন

নির্ধারিত ফরম্যাটে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০/১০/২০২৩ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত

"প্রযুক্তিগত বিড" এবং **"প্রাইস বিড"** অফার সহ কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ড্রয়িং **দুটি আলাদা সিল করা কভারে গৃহীত হবে যা ১. প্রযুক্তিগত বিড ২. প্রাইস বিড** সুপারস্ক্রাইব করা। সম্পূর্ণরূপে পূরণকৃত ফর্মটি আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুরের উপরে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে বা তার আগে উল্লিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

টেকনিকাল বিড **৩০-১০-২০২৩ তারিখে বিকাল ০৫.০০টা** এ উপরোক্ত ঠিকানায় খোলা হবে। দরপত্র খোলার সময় জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকতে পারেন। কোন দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর থাকার অনুমতি নেই।

কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন বা সকল বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

লিকুইডেটরের ঠিকানা : এন-৫২৭, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড,কলকাতা- ৭০০০০১,
যোগাযোগ : +৯১ ৯৮৩৬৯৪৩০৬৭,
ই-মেল : NEELJANAI@GMAIL.COM, IP.SANTANU@GAMIL.COM

ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা কর্তৃক ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখের নির্দেশ বলে এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা)-দেউলিয়াগ্রস্ত লিকুইডেটর কর্তৃক নির্ধারিত দেউলিয়াগ্রস্ত এস্টেট ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে বিক্রি করা হবে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি "যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" এবং কোনও ওয়ারেন্টি এবং ইনডেমনিটিস ব্যতীত বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়া ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা রাইট২ভোট ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড- নিলাম মাধ্যমে ওয়েবসাইট : https://Right2Vote.in ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে।

১	নিলামের তারিখ এবং সময়	১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বেলা ১টা থেকে বেলা ২টার মধ্যে অসীমায়িত "৫ মিনিটের" সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলামের শেষ সময় ৫ মিনিটের প্রতিটি ডাক নিলাম শেষ হওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে ।
২	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	আইএনআর ৩.৮৫ কোটি টাকা
৩	সাইট পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করতে হবে	১৫ অক্টোবর ২০২৩
৪	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টার পূর্বে
৫	উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি এবং অন্যান্য বিস্তারিত :	নিময় এবং শর্তাদির নথি পাওয়া যাবে আগ্রহ প্রকাশক ডাক ই-মেল : ip.santanu@gmail.com মাধ্যমে দাখিলের পরই পাওয়া যাবে।

আগ্রহী ডাকদাতাগণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আগ্রহ প্রকাশক ডাক দাখিল এবং অংশগ্রহণ মেল মাধ্যমে প্রক্রিয়া সহ সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করে সম্মতির ভিত্তিতে এবং আরও বিস্তারিত জানতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
শান্তনু ভট্টাচার্যি
লিকুইডেটর
জোতেশ্রীরাম হিমঘর প্রাইভেট লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্থ

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.১০.২০২৩ রেজি. নং : - আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০১১৪১/২০১৮-১৯/১১৮৬৮

নিজে নৌকো চালিয়ে জলমগ্ন পরিস্থিতি পরিদর্শন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দামোদর নদের জলে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি জলের তলায় চলে যাওয়ার খবর পেয়ে নিজে নৌকো চালিয়ে জলমগ্ন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন সোনামুখীর বিধায়ক। বিধায়ক এলাকায় রাজনীতি করতে গিয়েছেন বলে দাবি তুলে সরব তৃণমূল।

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরই বাড়তে চলেছে দামোদর নদের জল। সকাল থেকেই সোনামুখী ব্লকের সমিতিমানা এলাকায় বিঘার পর বিঘা সবজি ও ধান জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। নিজে নৌকো চালিয়ে দামোদর নদের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সোনামুখী ব্লকের দামোদর নদ তীরবর্তী সমিতিমানা, কেনেটিমানা এই এলাকাগুলোর মানুষরা প্রত্যেকেই কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। বিঘার পর বিঘা সবজি এবং ধান চাষ করেছেন। অন্যান্য গ্রামগুলিতে এখনও জল না ঢুকলেও সমিতিমানার বিঘার পর বিঘা সবজি এবং ধানের জমি জলের তলায়। জলের পরিমাণ বাড়তে থাকলে এবার বসত বাড়িতেও জল উঠে যাওয়ার আতঙ্কে ভুগছেন এলাকার মানুষ। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিধায়ক নৌকো নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করেন।

তবে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মণ্ডল বিধায়কের এই কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ করে দাবি করেছেন, বিধায়ক এলাকা পরিদর্শনের নাম করে রাজনীতি করতে গিয়েছেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

ডিভিসির ছাই পুকুরে পড়ায় চাষের জমি ক্ষতির অভিযোগ, ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের পাবড়া গ্রামের সামনে ছাই পুকুর তৈরি করে পাম্প হাউস তৈরি করেছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। ওই ছাই পুকুরের জল দীর্ঘদিন ধরে পাবড়া গ্রামের কিছু চাষিদের চাষের জমিতে প্রবেশ করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষবাস, অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ ধরে ডিভিসির পাম্প হাউসের সামনে পাবড়া গ্রামের বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালেন।

আন্দোলনকারীদের দাবি, ২০১৬ সাল থেকে তাঁদের চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ডিভিসির ছাই পুকুরের জল। একাধিকবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করেনি ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। তাই মঙ্গলবার পাবড়া গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা ও পরিবারের

মহিলারা পাবড়া গ্রামের অদূরে ছাই পুকুরের সামনে অবস্থিত পাম্প হাউসের সামনে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে সত্যজিৎ গরাই, শান্ত মিশ্র, চায়না গরাই, গোকুল গরাইরা বলেন, '২০১৬ সাল থেকে আমাদের চাষের জমিতে ডিভিসির ছাই জল ঢুকে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। আমরা একাধিকবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কাজ না হওয়ার কারণে এদিন আন্দোলনে নামতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সহ কাজের ব্যবস্থা করতে হবে না হলে চাষযোগ্য জমিগুলো ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনে নিক। আমরা জমি বিক্রি করতে রাজি রয়েছি।' কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি না মানলে এবার আরও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

ডিভিসির ছাড়া জলে বন্যা পরিস্থিতি হাওড়া উদয়নারায়ণপুর এবং আমতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: হাওড়া ডিভিসির ছাড়া জলে বন্যা পরিস্থিতি শুরু হয়েছে হাওড়া উদয়নারায়ণপুর এবং আমতা দু'নম্বর ব্লক এলাকায়। সোমবার কোনও সমস্যা না হলেও গভীর রাতে ভেঙে পড়ে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর আমতা দু' নম্বর ব্লকের গায়েন পাড়া বাঁশের তৈরি সেতু। এরফলে হুগলির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর টাকি পাড়া বাঁশের তৈরি সেতু ভেঙে যাওয়ায় মূল জনজীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, ঘোড়াবেড়িয়া চিৎনান গ্রাম পঞ্চায়েত ভেঙে গিয়েছে কুলিয়াতেও রূপনারায়ণ নদের ওপর শক্তপোক্ত বাঁশের তৈরি সেতু। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিভিসি আরও বেশি জল ছাড়লে ঘোড়াবেড়িয়া-চিৎনান এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় এক মানুষ জল দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

ভাঁটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক গান জানিয়েছেন, প্রশাসনের নির্দেশ মেনে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, উদয়নারায়ণপুর ব্লকের দামোদর নদের ধারে বকপোতা কানুপাট, মনশুকা, টোকাপুর সহ কয়েকটি এলাকা বিপজ্জনক থাকায় প্রশাসনিক নজরদারি চলছে। ইতিমধ্যেই বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে দামোদর এবং রূপনারায়ণ ও মুন্ডেশ্বরী নদীর জল।

প্লাবিত পটাশপুরের বেশ কয়েকটি গ্রাম, ঘর ছেড়ে রাস্তায় আশ্রয় এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পটাশপুর: মঙ্গলবার ভোররাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিম্নচাপের জেরে টানা বর্ষণের জেরে বাগুই নদীর জল উপচে প্লাবিত হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর বিধানসভায় এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রাম। নৈপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পদিমা,চকগোপাল সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে হু হু করে ঢুকছে জল। বেশ কিছু

মাটির বাড়িতে জল ঢুকেছে। রাস্তাঘাট চলে গিয়েছে জলের তলায়। ডুবে গিয়েছে বহু পুকুর, চাষের জমি। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে অন্যের বাড়িতে বা উঁচু জায়গায়। কেলেঘাই নদীর জল ও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। আর তার জেরে বাগুই নদীর বাঁধ উপচে জল ঢুকছে পটাশপুরে। আগামী কয়েক ঘণ্টায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে বলে আশঙ্কা করছেন পটাশপুরের মানুষজন। প্রশাসন সূত্রের খবর, কেলেঘাই ও বাগুই নদীর দুর্বল বাঁধে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে প্রশাসন।

নিষিদ্ধ আতশবাজি বাজেয়াপ্ত, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে বেআইনি বাজির কারখানায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাত্রিবেলা বেগমপুরের খরসরাই ও মনসাতলা এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। তাদের কাছে খবর ছিল, বেআইনি ভাবে নিষিদ্ধ মশলা দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে আতশবাজি। এরপরই চলে তল্লাশি অভিযান। জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫০০ কেজি নিষিদ্ধ আতশবাজি ও ২৫ কেজি

নিষিদ্ধ বাজি তৈরির মশাল সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন মহাদেব দেবনাথ এবং প্রবীর কুমার নাথ। দু'জনকে মঙ্গলবার শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়।

শিক্ষক পরীক্ষায় অনেক প্রার্থীর তালিকা না প্রকাশের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ২০০৯ সালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৫০৬ জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল শিক্ষা দপ্তর। কিন্তু হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশিকার পরও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তিনশোর বেশি পাশ করা প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে আজ ডায়মন্ড হারবারে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মিছিল করেন চাকরি প্রার্থীরা। এরপর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অফিসের সামনেও বিক্ষোভ দেখান। চাকরি প্রার্থীদের একটি প্রতিনিধি দল সংসদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু চেয়ারম্যানের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হননি তাঁরা। তাই আগামী দিন বৃহত্তরে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদিন এই চাকরি প্রার্থীদের একাংশ দিল্লিতে গিয়েও বিক্ষোভ দেখান।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন - ৭৪২১০১।

বিক্রয় প্রত্যাহার

(১) মেসার্স শিবম ইন, (২) কান্দি শাখার মৃত প্রয়াত ব্রহ্মপদ চক্রবর্তী (ক্র নং ১) এর সম্পত্তি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি যা এই সংবাদপত্রে ৩০.০৯.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ১৮.১০.২০২৩ তারিখে পরিচালিত হবে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে
ই-অকশনের পরবর্তী তারিখ জানানো হবে যথা সময়ে।

তারিখ: ০৩.১০.২০২৩ স্বা/-অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বহরমপুর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

That my client AHAMADULLAH MOLLA, son of Late Mosaraf Hossen Molla, aged about 31 years, by Faith Muslim, by Occupation Business, by Nationality Indian, residing at Village + P.O. & P.S. Dholahat, in the District of South 24 Parganas, West Bengal - 743399, India, has lodged a General Diary on 01-10-2023 before the Officer-In-Charge of Dholahat Police Station vide G.D.E. No. 25/23 for loss of an Original registered Bengali Deed of Sale from his custody at around 12 Noon i.e., registered Deed of Sale dated 27-01-2012, since been registered before the Office of the A.D.S.R., Gateshwara and recorded in its Book No. I, CD Volume No. 2, Pages from 1168 to 1179, Being No. 00444 for the year 2012, by and between Jalil Ahamed Molla & Giyas Uddin Molla (as Vendors) and Nurbakt Bepari (as Purchaser). Any person having any right, title, interest, claim, share or demand of any nature, concerning the matter and/or any objection whatsoever in respect of the aforesaid lost deed, must notify the same in writing along with the documentary evidence /proof thereof, to the undersigned within 15 days from the date of publication hereof, and where after the claim if any shall be deemed to be waived and no further claim shall be entertained. If found, kindly inform me in my contact numbers 9875391791 & 8335847438 (WhatsApp Number).

For A. K. Nandi & Legal Associates
Arnab Kumar Nandi *Advocate*
C.M.M. Court, Calcutta-700001, Barrackpore Court

IndusInd Bank

আপার উড স্ট্রিট শাখা
সাবিত্রী টাওয়ারস, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ১২-০৬-২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স মুখার্জি কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ, শ্রী সুনীল মুখোপাধ্যায় (সুনীল মুখার্জী) (জামিনদার/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মৌসুমী মুখার্জি (জামিনদার)**-কে **৪৭,৬৮,২০৭.২৩/-টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশো সাত টাকা এবং মাত্র তেইশ পয়সা) ৩১শে মে, ২০২৩** অনুযায়ী সেইসঙ্গে **১২-০৬-২০২৩** তারিখের উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট সুবিধার সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখ থেকে আরও সুদ এবং প্লাস পেনাল সুদ বার্ষিক @ ১৮.৭৫% (সরল ভিত্তিতে) প্লাস মুল্য, চার্জ এবং খরচ ইত্যাদি সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৪৭,৬৮,২০৭.২৩/-টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশো সাত টাকা এবং মাত্র তেইশ পয়সা) ৩১শে মে, ২০২৩** অনুযায়ী সেইসঙ্গে ১২-০৬-২০২৩ তারিখের উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট সুবিধার সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখ থেকে আরও সুদ এবং প্লাস পেনাল সুদ বার্ষিক @ ১৮.৭৫% (সরল ভিত্তিতে) প্লাস মুল্য, চার্জ এবং খরচ ইত্যাদি সহ ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

প্রথম তলায় ৭০০ বর্গফুট এবং দ্বিতীয় তলায় ৮০০ বর্গফুট অর্থাৎ মোট ১৫০০ বর্গফুট পরিয়াপের দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং সহ কমবেশি ৩৮ শতকের মধ্যে ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ভাটেন্ডা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ২৮, সিএস দাগ নং ৭৫, আরএস দাগ নং ৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৮৪, এলআর খতিয়ান নং ৬৫৮, থানা- রাজারহাট, রাজারহাট-বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ।

***সম্পত্তির বিবরণ আরও সুনির্দিষ্টভাবে শ্রী সুনীল মুখোপাধ্যায় (সুনীল মুখার্জী) এর নামে ২০০৯ সালের ১২.০৮.২০০৯ তারিখের দলিল নং ০৭৪০৬-এ বর্ণিত হয়েছে।

তারিখ- ২৮/০৯/২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান- রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ**

আবৃত্তি প্রশিক্ষণ শিবির ও কর্মশালার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: শ্রুতি আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার শহরে এই প্রথম আবৃত্তি প্রশিক্ষণ শিবির ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মূলত উচ্চারণ, ছন্দ, মডিউলেশন, কণ্ঠস্বরের যত্ন ও জড়তা দূর এবং মাইক্রোফোনের ব্যবহার সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োগ ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এই কর্মশালায়। এখানে ছোট ও বড়দের বিভাগ মিলিয়ে শতাধিক শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবৃত্তিকার সুকুমার ঘোষ, দীপঙ্কর ঘোষ, শুক্লা পাল চট্টোপাধ্যায়, ডা. পি কে মান্না, ডা. হিমাদ্রি পাল প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শুক্লা পাল চট্টোপাধ্যায়।

ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল কিশোরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে ভাগীরথী নদে তলিয়ে গেল এক কিশোরী। তার খোঁজে মঙ্গলবার ভাগীরথী নদে নামেন দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা। নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় কিশোরীর নাম রিচা দাস, তার বয়স আনুমানিক ১৬ বছর। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদানঘাট থানার দক্ষিণ শ্রীরামপুর গ্রামে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নদিয়ার পার্শ্ববর্তী নাদনঘাট থানার দক্ষিণ শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা নিখোঁজ ওই কিশোরী সোমবার আনুমানিক সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা সাইকেল নিয়ে চলে যায় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতুতে। গৌরাঙ্গ সেতুর ওপর সাইকেলে মোবাইল একটি ছোট ব্যাগ রেখে সেতু থেকে ঝাঁপ দেয়। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে খবর পাঠান নবদ্বীপ থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নবদ্বীপ থানার টহলরত পুলিশ ভ্যান। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় ওই কিশোরীর পরিবারকে।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সংযোজন - এ

(ঋণগ্রহীতা(গণ)-কে) যিনি তার সম্পদ / সম্পত্তির উপর কোনও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেছেন। এই নোটিশের অনুলিপি জামিনদার(গণ)-কে প্রেরণ করা হবে যিনি তার সম্পত্তি / সম্পত্তির উপর কোনও সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করেননি)
কুরিয়ার/রেজিস্টার্ড পোস্ট এ/ডি দ্বারা
থেকে :
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
নাগের বাজার শাখা
প্রতি
শ্রী অসিত মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)
ঠিকানা ১ : পালপাকুড়িয়া, সপ্তর্ষী নগর, বারাসত, কলকাতা-৭০০১২৪

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

১. আপনার অনুরোধে, ব্যাংক আপনাকে মোট **২৬,৭১,০০০/- টাকা** ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করেছে। নোটিশের তারিখ অনুযায়ী আমরা এর অধীন বকেয়া পাওনা পরিমাণ থেকে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধার বিশদ বিবরণ দিচ্ছি :-

	সুবিধার ধরণ	অনুমোদিত সীমা টা.	বকেয়া পরিমাণ টা.
ক.	**এসটিআরও লোন** (অ্যাকাউন্ট নং ৪২৪৪৭২৩১০০০০৩৯১)	২৬,৭১,০০০/- টাকা	**১৬,১৩,২১৭.৬১/- টাকা** (এনপিএ তারিখ ২২-০৯-২০২৩ অনুযায়ী) সহ অধার্য সুদ এবং প্রযোজ্যমতো চার্জ

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে (ব্যাঙ্ককে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পত্তির বিশেষ):- অশোক লেল্যান্ড ALPSV 4/186-5639MM (222") ডব্লিউবি প্যাসেঞ্জার স্যাসি যুক্ত 'এইচ সিরিজ' HA6ETI 3K (BS-111) ডিজেল ইঞ্জিন, ৬ স্পিড ওভার ড্রাইভ গিয়ারবক্স, পাওয়ার স্টিয়ারিং, রাবার এন্ড সাসপেনশন সামনে এবং পিছনে ৭ নং এস ৯.০০ অ ২০-১৪ পিআর নাইলন টায়ার স্যাসি নং- MB1PBEYCOCPRF5546, ইঞ্জিন নং- CRPZ108774 এবং রেজি নং- WB-53-B-1650 -এর হাইপোথেকশন ।

৩. যেহেতু আপনি উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধার অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া পরিশোধে ডিফল্ট করেছেন, তাই আমরা আপনার অ্যাকাউন্টকে **৩০-০৯-২০১৬ থেকে** ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে** শ্রেণীবদ্ধ করেছি।

৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিয়েছি এবং আপনাকে ব্যাঙ্কে **১৬,১৩,২১৭.৬১/- টাকা প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ (এনপিএ তারিখ ৩০-০৯-২০১৬ অনুযায়ী) এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা গৃহীত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে** আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জমা দিয়ে আপনার সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, যা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার ঝুঁকিতে এবং ফলাফল হিসাবে ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করব সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩ এর অধীনে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে।

৫. যখন আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য প্রযোজ্য সুদ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের করা খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্রষ্টব্য যে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের মুক্ত করার অধিকার শুধুমাত্র পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা ইজারা, অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আহ্বান করার তারিখ পর্যন্ত বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হবে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে পরিশোধ করা হবে।

৭. জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের পরেও সম্পূর্ণ পরিশোধ না হলে ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য আইন মোতাবেক আপনাদের অন্যান্য সম্পত্তির মাধ্যমে তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে আইনি সংস্থান অনুযায়ী, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালতে আইনি দাবি পেশের মাধ্যমে।

৮. উক্ত আইনের (১৩) উপ-ধারা মতে এই নোটিস পাওয়ার পর কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির দখলদারি, বিক্রয়, লিজ, বন্ধক ইত্যাদির কোনওপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ না করতে সতর্কিত করা হচ্ছে।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্কের যথাযথ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নোটিস ইস্যু করেছেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও লড়াই বা প্রতিকারের প্রতি পূর্বাভাস ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

স্থান: নাগের বাজার **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক**
তারিখ: ২২/০৯/২০২৩ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

জলমগ্ন ক্লাস ও টিচারস রুম, পঠনপাঠন বন্ধ করে ছুটি কর্তৃপক্ষের

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: টানা বৃষ্টির জেরে স্কুল চত্বর জলমগ্ন। স্কুলের ক্লাস রুমে জমেছে হাঁটু সমান জল। স্কুলের টিচারস রুম জলমগ্ন। স্কুলের ক্লাস রুমের ছাদ থেকে ভেঙে পড়ছে চাঙড়। আতঙ্কে স্কুল ছুটি দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই চিত্রটি বাঁকুড়ার ছাতনা চণ্ডীদাস বিদ্যাপীঠের।

কর্তৃপক্ষের দাবি, দফায় দফায় বৃষ্টি আর সেই তার জেরে বাঁকুড়া ছাতনা চণ্ডীদাস বিদ্যাপীঠ চত্বর জলাশয়ে পরিণত। মঙ্গলবার স্কুলে এসে পরিস্থিতি নজরে আসে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদের। স্কুলের ক্যাম্পাসে ভরে রয়েছে জল। স্কুলের ক্লাস রুম ও টিচারস রুমে হাঁটু সমান জল। স্কুলের ক্লাস রুমের ছাদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জল। পাশাপাশি

ছাদ থেকে ভেঙে পড়ছে চাঙড়। স্কুলের অফিস রুমের কাগজপত্র আসবাবপত্র জলে ভিজে একাকার। এই পরিস্থিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পঠনপাঠন কী ভাবে হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই এদিন পঠনপাঠন বন্ধ করে স্কুল ছুটি দিয়ে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দাবি, নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় এই অবস্থা হয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও, কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। স্কুলের ক্লাস রুমগুলির অবস্থা শোচনীয়। মাঝে মাঝে চাঙড় ভেঙে পড়ে এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও, কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। খুবই আতঙ্কের মধ্যে পঠনপাঠন করতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলে স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের এই সমস্যায় ফল ভোগ করছে পড়ুয়ারাও।

জেলা স্কুল পরিদর্শকের দাবি, স্কুলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছুটি দিতে পারেন। স্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা স্কুল পরিদর্শক।

কংগ্রেস নেতার স্মরণসভায় সৌমিত্র খাঁ, সমাজমাধ্যমে ‘হাত’ ধরা নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তবে কি এবার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ কংগ্রেসে? সাংসদের কিছু ছবি নিয়ে বিষ্ণুপুরে জোর রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। আর কংগ্রেসের দাবি, ঘরের ছেলে ঘরে আসলে ক্ষতি কি!

সামাজিক মাধ্যমে কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে পেছনে বড় ব্যানার, তার ওপর জাতীয় কংগ্রেসের হাত চিহ্ন ওপরে বড় বড় করে লেখা ‘শ্রদ্ধেয় গান্ধিবাদী কংগ্রেস নেতা, স্বর্গীয় তড়িৎ কুমার কোলে মহাশয়ের স্মরণ সভা ও রক্তদান কর্মসূচি, পরিচালনায় সিহর অঞ্চল কংগ্রেস কমিটি’ এই ব্যানারের ঠিক নীচে মঞ্চের ওপর বসে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক দেবু চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা এবং তার পাশের চেয়ারে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। ব্যস লোকসভা ভোটের আগে এই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ঘোরাফেরা করতেই বিষ্ণুপুরের রাজনীতিতে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে, এই সময় মোক্ষম জবাব দিতে তৃণমূলও পিছুপা হয়নি।

বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, বিগত পাঁচ বছর সাংসদকে এলাকার মানুষ পায়নি যে কারণেই তিনি হয়তো দলীয় টিকিট পাবেন না, তাই তৃণমূলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তৃণমূল আবার সবাইকে গ্রহণ করে না, তাই হয়তো তিনি আবার পুরনো দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছেন। ওটা তো তাঁর পুরনো দল, তাঁর পথচলা তো ওই দল থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি পুরনো দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, ভাবছেন যে পুরনো দল থেকে তিনি আবার টিকিট পেতে পারেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক দেবু চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন এটা কোনও যোগদানের বিষয় নয় প্রবীণ গান্ধিবাদী নেতা তড়িৎ কুমার কোলের স্মরণসভা ছিল, সেখানে সাংসদ হিসেবে সৌমিত্রবাবুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তবে ২০১১ সালে যে বিধানসভা নির্বাচন এই নির্বাচনে সৌমিত্রবাবু জাতীয় কংগ্রেসের প্রতীক নিয়ে লড়াই করেছিলেন, ওই কোতুলপুর থেকেই। আর কেউ যদি জাতীয় কংগ্রেসের যোগদান করতে চান, তাঁর জন্য সব সময় আমন্ত্রণ রয়েছে, বাড়ির ছেলে বাড়ি আসলে ক্ষতি কি!

সমগ্র বিষয় নিয়ে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ দাবি করেন, ‘এই এলাকার একজন বর্ষীয়ান নেতা তড়িৎকুমার কোলের স্মরণসভা ছিল এবং একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ছিল, সেখানে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা ছিল, আমি তার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছি, এটা কোনও অন্যায় নয়।’ তিনি তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলেন, ‘তৃণমূল খেপে গিয়েছে। তৃণমূল দলের সবাই খেপে গিয়েছে, তাই এই ধরনের কথা বলছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ মারা গেলে আমি সেখানেও ফুল চড়াতে যাব।’

ব্যারাজ থেকে ছাড়ছে জল, হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: তিন দিনের টানা বৃষ্টি ঝাড়খণ্ডে। দুর্গাপুর ব্যারেজ ও অন্য ব্যারেজগুলি জল ধরে রাখতে না পারায় প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। তার ফলে পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাটাল ও চন্দ্রকোনা ব্লকে শিলাবতী নদীতে হু হু করে বাড়ছে জলস্তর। এর ফলে রাজনগর ও জয় কৃষ্ণপুরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া শিলাবতী নদীর জল

গত বছর ভেঙে যাওয়া পাড়ের অংশ দিয়ে হু হু করে রাজনগর গ্রামের দিকে ঢুকতে শুরু করেছে। ৬ থেকে ৭টি গ্রাম প্রায় জলের তলায়। জলবন্দি অসংখ্য গ্রামবাসী। মঙ্গলবার সকাল থেকে চন্দ্রকোনা -১ ব্লকের বিস্তির্ণ এলাকা জলমগ্ন রয়েছে। জলের তলায় রাস্তাঘাট ও চাষের জমি। কৃষকেরা ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন।

জলস্তর যে ভাবে বেড়ে চলেছে ক্ষতি হতে পারে বসতবাড়িও। চন্দ্রকোনাতে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের শ্যামগঞ্জ গ্রামে নামে নূর মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তির দোতলা বাড়ি সোমবার রাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান পরিবারের সদস্যরা।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বারাসাতে বৃদ্ধা খুনের কিনারা, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা। এলাকার ছেলে। বৃদ্ধা চিনে ফেলায় স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। বারাসাত ন-পাড়ায় বৃদ্ধা খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুনের কিনারা করল পুলিশ। দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বারাসাত থানার পুলিশ। ধৃতদের বয়স ২২-২৩। তারা হল রাজ চক্রবর্তী ও রথীন পোদ্দার। রাজারহাটের লাউহাটির একটি রিহ্যাব সেণ্টার থেকে সোমবার রাতে দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার তাদের বারাসাত আদালতে তোলা হালে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, বছর ৬৩ এর শর্মিষ্ঠা মুন্সী নিজের বাড়িতেই খুন হয়েছিল। সোমবার রাতে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্বামী মারা যাওয়ার পর বারাসাত ন-পাড়া কালীবাড়ি ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের কাছে বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। সোমবার রাতে সেই বাড়ির মেঝেতেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় শর্মিষ্ঠা মুন্সি রক্তাক্ত দেহ। ঘটনাস্থলে পৌঁছন অ্যাডিশনাল এসপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, এসডিপিও অনিমেষ রায় সহ বারাসাত থানার পুলিশ।

বারাসাত পুলিশ জেলার সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, খুন করে রাজারহাট লাউহাটির ওই রিহ্যাব সেন্টারে গা টাকা দিয়েছিল দু’জন। তারা আগেও ওই রিহ্যাবে ছিল। সোমবার রাতে ঘটনা জানাজানি হলেও, বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছিল রবিবার। অভিযুক্তদের বাড়ি বারাসাত ন’পাড়া এলাকাতেই। মূলত চুরির উদ্দেশ্য বাড়িতে ঢুকেছিল ওই দুই অভিযুক্ত। বৃদ্ধা তাদের চিনতে পারায় স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে আঘাত করে নৃশংস ভাবে তাকে খুন করা হয়। তারপরই ওই নেশা মুক্তি সেন্টারে গা ঢাকা দিয়েছিল দু’জন। পুলিশ দুই অভিযুক্তকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত কিনা তাও তদন্ত করছে। খুনে ব্যবহৃত স্ক্রু-ড্রাইভারটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মহানন্দার জলে বানভাসি শতাধিক পরিবার, স্কুলে ও মাদ্রাসায় আশ্রয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মহানন্দার জলে বানভাসি হলো পুরাতন মালদা পুরসভার ৮ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলবন্দি মানুষগুলোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম। মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই দুই ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় যান পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সহ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলেরা। প্রায় একশো পরিবারকে সরকারি স্কুলে এবং মাদ্রাসায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও খাবার।

পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহানাদা মহানন্দা নদী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবেছে। পাশাপাশি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মির্জাপুর হালদারপাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকা মহানন্দা নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে ফলে ওই দুই ওয়ার্ডের ১০০-র বেশি পরিবারকে আশেপাশের সরকারি স্কুলগুলিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক দিন ধরেই মালদায় দফায় দফায় চলছে বৃষ্টিপাত। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মহানন্দা সহ বিভিন্ন নদীর জল। ইতিমধ্যে মহানন্দা নদীর জল অসংরক্ষিত জায়গা পেরিয়ে সংরক্ষিত কিছু এলাকাতেও প্লাবিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগ এবং সমস্যায় পড়েছেন কয়েকশো পরিবার।

২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কেতাব শেখ, নইমুদ্দিন শেখরা জানালেন, কোনওরকমে ঘরবাড়ি থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় আশ্রয় নিয়েছেন। এরকম প্রায় ১০০টি পরিবার মহানন্দা

নদীর জলে প্লাবিত হয়ে বানভাসি হয়েছে। যারা ওইসব এলাকায় ছোটখাটো দোকান করে উপার্জন করতেন, তারা এখন রোজগারহীন হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন পুরাতন মালদা পুরসভার বানভাসি মানুষেরা।

পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, এই বন্যা পরিস্থিতির বিষয়টি নিয়েও জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও আলোচনা বৈঠক করা হয়েছে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)
Oriental Bank of Commerce · यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया United Bank of India

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর - ১০ দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫।
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা সার্কেল: কলকাতা ওয়েস্ট, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১। ই-মেল : cs4479@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং নথিপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়

লটে সম্পত্তি (নিচে উল্লিখিত)	দর জমার শেষ তারিখ	সময় পর্যন্ত
ক্রমিক নং ০১ থেকে ৮	অনলাইন : ১৮.১০.২০২৩	বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
ক্রমিক নং ৯ থেকে ১১	অনলাইন : ১৬.১১.২০২৩	

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/ চার্জযোগ্য ঠিকানা, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা ‘‘যেখানে যেমন আছে”, ‘‘যেখানে যা আছে” এবং ‘‘যেখানে যা-কিছু আছে” ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

ওয়েব পোর্টালে (https://www.ibapi.in) প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয় করবেন। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট দ্বারা বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

লট নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বর্ধিত পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ / সময়
১.	ক) শাখা অফিস: বাগনান খ) মেসার্স শ্রীমা ইলেকট্রনিক্স, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুশান্ত সানা	(জি+৩) বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় বানিজ্যিক স্পেসের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৩১০ বর্গফুট এবং প্রায় ১২ ডেসিমেল পরিমাপের উল্লিখিত বিল্ডিংয়ের নিচের জমির আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার এবং স্বার্থ সহ সাধারণ অংশ এলাকা এবং সাধারণ সুবিধা সহ। আরএস দাগ নং ১৩৫৭ এল আর দাগ নং ১৩৬৭ আরএস খতিয়ান নং ৮৫ এর অধীনে এল আর খতিয়ান নং ৫৪,৩৯,৬৬ এর অধীনে, বাগনান মৌজা ও থানার অন্তর্গত, জেএল নং ৬০, জেলা -হাওড়া। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী চন্দনা সানার মালিকানাধীন,** স্বামী- শ্রী সুশান্ত সানা। **(গঠনমূলক দখলের অধীন)**	ক) ১৫.০৯.২০২১ খ) ৩৩,১৪,১৮৬.৫০ টাকা তৎসহ চার্জকৃত শেষ সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং সকল অন্যান্য খরচ এবং অন্যান্য চার্জ। গ) ০৮.০৩.২০২২	ক) ১৭.৬৬ লক্ষ টাকা খ) ১.৭৭ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
২.	ক) শাখা অফিস: গৌরীপুর শাখা খ) মেসার্স পারুল ইলেকট্রিকাল কনসার্ন স্বত্বাধিকারী- তপন বেরা	জমি ও বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ২.২৫ ডেসিমেল(আবাসিক সম্পত্তি), মৌজা- একাব্বরপুরে, দলিল নং-আই-১৯৬২, ভলিউম নং-২৪, পৃষ্ঠা নং-৩৫১ থেকে ৩৫৬, জেএল নং-৬৩, আরএস খতিয়ান নং-৪৮ , এল.আর. খতিয়ান নং-৯০৯, এলআর খতিয়ান নং-৯০৯, এলআর দাগ নং ৫২৫,৫২৮, ৫২৯, পোস্ট- জুজেরশা, থানা-জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। সম্পত্তিটি শ্রীমতী দিপালী বেরা এর নামে আছে, স্বামী-শ্রী তপন বেরা। **(গঠনমূলক দখলের অধীন)**	ক) ২৬.০৩.২০১৪ খ) ১৮,৬৩,৫৮৫.০০ টাকা তৎসহ চার্জকৃত শেষ সুদের তারিখ থেকে সুদ এবং সকল অন্যান্য খরচ এবং অন্যান্য চার্জ। গ) ০৭.০৬.২০১৬	ক) ৮.৩৩ লক্ষ টাকা খ) ০.৮৪ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার নং ৯৪৭৬৩৬৮৬৭৬)
৩.	ক) কলকাতা প্রিন্সেপ স্ট্রিট খ) মেসার্স ইউনিমেড এন্টারপ্রাইজ শ্রী সান্তনু সান্যাল (অংশীদার) শ্রী নিলাদ্রী নাগ (অংশীদার)	গ্রাউন্ড ফ্লোরে (উত্তর পশ্চিম দিকের) একটি দোকান এর সকল যার প্রায় ৩০০ (তিনশত) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের সুপার বিল্ডআপ এলাকা প্রেমিসেস নং ১২এ, গৌর সুন্দর শেঠ লেন, ওয়ার্ড নং ২, থানা-সিঁথি, কলকাতা-৭০০০৫০ কেএমসি এর এখতিয়ারের মধ্যে, অতিরিক্ত সাব রেজিস্টার অফিস কাশীপুর দমদম, জেলা- ২৪ পরগনা উত্তর, জমির আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং জমির দলিল নং- ২০০৮ সালের আই-৫৪৮৫। **সম্পত্তিটি ইউনিমেড এন্টারপ্রাইজ এর নামে আছে,** শ্রী নীলাদ্রি নাগ এবং শ্রী সান্তনু সান্যাল দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী একটি অংশীদারি সংস্থা । **(প্রতীকী দখলের অধীন)**	ক) ১৭.০৫.২০১৮ খ) ৩৮,১৪,০৭৪.৯৭ টাকা তৎসহ এনপিএ -এর তারিখ থেকে সুদ এবং সকল অন্যান্য খরচ এবং অন্যান্য চার্জ। গ) ২৮.০৮.২০১৮	ক) ১১.৪৬ লক্ষ টাকা খ) ১.১৫ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)
৪.	ক) পিএনবি: কলকাতা পার্ক সার্কাস খ) অ্যাকাউন্ট- রফিকুল ইসলাম	জি+৪ তলা বিল্ডিং এর ৩য় তলায় (উত্তর পূর্ব দিকে) ১১১০ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এলাকা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপ করা মার্বেল ফ্লোরিং সহ ডি ০৬ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। যার আছে ৩ (তিন) বেড রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) ডাইনিং রুম, ১ (একটি টয়লেট), ১ (এক) বারান্দা, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং মৌজা-খড়দহ তে অবস্থিত, জেএল নং -২, তৌজি নং-১৪৫ এবং ২৯৯৮, আর.এস. দাগ নং -২৮৯৬ এর অংশ, এলআর দাগ নং ৫৩১৭ আর.এস. খতিয়ান নং-১৫৫৮ অধীন, খড়দহ পৌরসভার ওয়ার্ড নং-১৭-এর অধীনে হোল্ডিং নং-১৪/৮২, পিএন মুখার্জি রোড, থানা-খড়দহ অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, লিফট সুবিধা সহ। দলিল নং-আই-১৫০১০১৭২৫ সাল- ২০২০ জনাব রফিকুল ইসলাম এর নামে। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীন)**	ক) ২৬.১২.২০২২ খ) ২৯,৮৩,৮৭৭.৯৯ টাকা তৎসহ এনপিএ / চার্জকৃত শেষ সুদ -এর তারিখ থেকে সুদ এবং সকল অন্যান্য খরচ এবং অন্যান্য চার্জ। গ) ১৬.০৩.২০২৩	ক) ৩২.৩৭ লক্ষ টাকা খ) ৩.২৪ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার নং ৭০৪৪৫০২০৬০)
৫.	ক) পিএনবি: কলকাতা পার্ক সার্কাস খ) অ্যাকাউন্ট- রফিকুল ইসলাম	জি+৪ তলা বিল্ডিং এর ৩য় তলায় (উত্তর পূর্ব দিকে) ৫১০ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এলাকা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপ করা মার্বেল ফ্লোরিং সহ ডি ০৭ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। যার আছে ১ (এক) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং কাম কিচেন রুম, ১ (একটি) টয়লেট, ১ (এক) বারান্দা, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং মৌজা-খড়দহ তে অবস্থিত, জেএল নং -২, তৌজি নং-১৪৫ এবং ২৯৯৮, আর.এস. দাগ নং -২৮৯৬ এর অংশ, এলআর দাগ নং ৫৩১৭ আর.এস. খতিয়ান নং-১৫৫৮ অধীন, খড়দহ পৌরসভার ওয়ার্ড নং-১৭-এর অধীনে হোল্ডিং নং-১৪/৮২, পিএন মুখার্জি রোড, থানা-খড়দহ অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, লিফট সুবিধা সহ। দলিল নং-আই-১৫০১০১৭৩৪ সাল- ২০২০ জনাব রফিকুল ইসলাম এর নামে। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলের অধীন)**	ক) ২৬.১২.২০২২ খ) ১৪,৪৬,১২৩.০০ টাকা তৎসহ এনপিএ / চার্জকৃত শেষ সুদ -এর তারিখ থেকে সুদ এবং সকল অন্যান্য খরচ এবং অন্যান্য চার্জ। গ) ১৬.০৩.২০২৩	ক) ১৪.৮৭ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৯ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার নং ৭০৪৪৫০২০৬০)
৬.	ক) শাখা : ওভারসিজ কলকাতা খ) মেসার্স বিজয়বর্গী পালসেস এন্ড গ্রেনস এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড স্বত্বাধিকারী- শ্রী ধর্মেন্দ্র কুমার বিজয়বর্গী পিতা- হনুমান প্রসাদ বিজয়বর্গী	শ্রী ধর্মেন্দ্র কুমার বিজয়বর্গীর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। ৯ম তলায় প্রায় ৭৫০ বর্গফুট পরিমাপের একটি ফ্ল্যাট,প্রেমিসেস নং-৪, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, থানা বৌবাজার, কলকাতা-৭০০০১৩ এর উত্তর-পূর্ব দিকে। । **(প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ০৫.০৯.২০১৯ খ) ১৩২.০৯ লক্ষ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জসমূহ। গ) ২৬.১১.২০১৯	ক) ৬৫.৪৩ লক্ষ টাকা খ) ৬.৫৪ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার নং ৯০০৬৬০০৮১৬)
৭.	ক) শাখা: কলকাতা শাখা খ) স্বত্বাধিকারী- মেসার্স বেঙ্গল মেক ফ্যাব পাম্পস অ্যান্ড প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড	দ্বিতীয় তলায় ৩৯৭ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি এলাকা নিয়ে গঠিত ইটের তৈরি করা পাকা স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস নং ১১৭ (নতুন) পুরাতন নং ৩১-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক সাধারণ এলাকার সুবিধাজনক অধিকার সহ এবং উল্লিখিত প্রেমিসেস নং ২বি, গ্রান্ট লেন, থানা ও পোস্ট- বাউবাজার, কলকাতা-৭০০০১২ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, হোল্ডিং নং ২বি, গ্রান্ট লেন, বেঙ্গল মেক ফ্যাব পাম্পস অ্যান্ড প্রজেক্টস (পি) লিমিটেডের নামে। **(প্রতীকী দখলের অধীনে)**	ক) ০৪.০৫.২০২২ খ) ১,৯১,০৫,৯৮৪.৬৩ টাকা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জসমূহ। গ) ০৯.০৯.২০২২	ক) ৪২.০৯ লক্ষ টাকা খ) ৪.২১ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার নং ৯০০৬৬০০৮১৬)
৮.	ক) পিএনবি : কলকাতা শাখা (পূর্বতন ই-ইউএনআই রয়্যাল এক্সচেঞ্জ শাখা) খ) শ্রী স্বপন কুমার মোকামি এবং শ্রীমতী সন্ধ্যা মোকামি	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি২ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩য় তলায় (সামনের দিকে) পরিমাপ প্রায় কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ‘‘কনিষ্ক অ্যাপার্টমেন্ট” নামের বিল্ডিংয়ে। মৌজা- নয়াবাদ, জেএল নং ২৫, আরএস- নং ০৩, তৌজি নং ৫৬, আর.এস. দাগ নং ৮৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১০১, থানা- কসবা এখন পূর্ব যাদবপুর এ অবস্থিত। এডিএসআর শিয়ালদহ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২৭০০, নয়াবাদ, কলকাতা - ৭০০ ০৯৯, অ্যাসেসি নং ৩১১০৯০৮২৮১৫৪ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৯ নং ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে। **(প্রতীকী দখল অধীন)**	ক) ২৭.০৯.২০২১ খ) ২০,৯৮,৩৮৬ টাকা (কুড়ি লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশো ছিয়াশি টাকা মাত্র) তৎসহ সর্বশেষ সুদ চার্জের/ এনপিএ তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সকল খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ। গ) ০৩.০২.২০৭২২	ক) ২৩.১৬ লক্ষ টাকা খ) ২.৩২ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৯.১০.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার যোগাযোগ নং ৯৩০৮৩৩৪৬৯৮)
৯.	ক) সাঁকরাইল সামসুদ্দিন মল্লিক খ) সামসুদ্দিন মল্লিক (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা) কুতুবউদ্দিন মল্লিক (বন্ধকদাতা)	বন্ধকীকৃত জমি এবং ভবন সম্পতির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, গ্রাম - দক্ষিণ সাঁকরাইল, পোস্ট ও থানা- দক্ষিণ সাঁকরাইল, সাঁকরাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা -হাওড়া, মৌজা - সাঁকরাইল, জে এল নং- ২০, সাবেক খতিয়ান নং ১৯৬৪, এল.আর. খতিয়ান নং - ৩০৪২/১, বর্তমান খতিয়ান নং ৬৯৩৮, ৬৯৩৯, সাবেক দাগ নং - ১৮০২, এল.আর. দাগ নং - ১৮৩৫, বাস্তু জমির পরিমাপ প্রায় ০৫ কাঠা ০৭ ছটাক ২৯ বর্গফুট। ২০১২ সালের বিক্রয় দলিল নং আই- ০৫০৫৬, এ ডি এস আর রানিহাটি হাওড়া, **(১) সামসুদ্দিন মল্লিক এবং (২) কুতুবুদ্দিন মল্লিকের মালিকানাধীন সম্পত্তি,** উভয়ই হাররোজ আলী মল্লিকের পুত্র। **(প্রতীকী দখল অধীন)**	ক) ০৬.০৪.২০২৩ খ) ১৭,৭৩,৬৮৬.৯২ টাকা তৎসহ এনপিএ তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সমস্ত খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ। গ) ১৪.০৭.২০২৩	ক) ৪১.০৯ লক্ষ টাকা খ) ৪.১১ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার যোগাযোগ নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)
১০.	ক) উলুবেড়িয়া (১৫৮৩২০) খ) ফার্নিচার হাউস স্বত্বাধিকারী-লিয়াকত আলী মিদ্দে, মৃতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মোঃ জারিস মিদ্দে (লিয়াকত আলী মিদ্দে এর আইনগত উত্তরাধিকারী)	প্রায় ২ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, লতিবপুর মৌজার অধীনে অবস্থিত, জে এল নং ৮৬, সি এস দাগ নং ৪৩৯/১১২৭, থানা-উলুবেড়িয়া,জেলা-হাওড়া এবং একই মৌজায় অবস্থিত আরও ২ শতক জমি, দাগ নং ৪৩৯, না-উলুবেড়িয়া, জেলা-হাওড়া ডিএসআর হাওড়া, এডিএসআর উলুবেড়িয়া। রেকর্ড অনুযায়ী জমির সঠিক পরিমাপ ৪ শতক এবং রূপান্তর সার্টিফিকেট অনুযায়ী জ ৩.৮৯ শতক এবং বন্দোবস্ত মিউটেশন এর পর এল.আর. খতিয়ান নং- ১৬৯২, দাগ নং-৪৫৯, ৪৬০ এবং ১৯৮৩ সালের দলিল নং আই-১০৫৭ **লিয়াকত আলী মিদ্দে -এর নামে সম্পত্তিটি আছে।** সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- সুজিত কুমার কয়াল এর সম্পত্তি, দক্ষিণে - সেখ মজিদ আলীর সম্পত্তি, পূর্বে- সুজিত কুমার কয়ালের পুকুর, পশ্চিম- ছোট পুকুর দ্বারা। **(প্রতীকী দখল অধীন)**	ক) ১৪.১১.২০২২ খ) ৩৪,০৬,৭৭৪.৭৮ টাকা তৎসহ এনপিএ তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সমস্ত খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ। গ) ২৫.০১.২০২৩	ক) ৩৮.২৪ লক্ষ টাকা খ) ৩.৮৩ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার যোগাযোগ নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)
১১.	ক) উলুবেড়িয়া (১৫৮৩২০) খ) সৌমিত্র আদক, প্রয়াত মমতা আদক ও প্রয়াত সুকুমার অদক (সুকুমার আদক এবং মমতা আদক দুজনেই মৃত সৌমিত্র আদক এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, পুত্র এবং অন্যান্য আইনগত উত্তরাধিকারী)	বিল্ডিং সহ কমবেশি ১৯১৮ বর্গফুট ($4\frac{7}{16}$ শতক (ডেসিমেল) পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা- লতিবপুর, জে এল নং- ৮৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৬৫, এল.আর. দাগ নং ৬৮১ থানা উলুবেরিয়া, এ ডি এস আর ও থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়ায় অবস্থিত। দলিল নং ১৯৭৫/১৯৯৩, সাব রেজিস্ট্রার অফিস উলুবেড়িয়ায়, ভলিউম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৭৫-৮২ সুকুমার আদক এবং মমতা আদকের নামে রেকর্ড করা হয়েছে (উভয়ই মৃত, সৌমিত্র আদকের, পুত্র ও অন্যান্য আইনগত উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে)। **(প্রতীকী দখল অধীন)**	ক) ২৯.০৫.২০২৩ খ) ২০,৪৬,১৬৮.০০ টাকা তৎসহ এনপিএ তারিখ থেকে সুদ এবং অন্যান্য সমস্ত খরচ এবং অন্যান্য চার্জ সহ। গ) ০৮.০৮.২০২৩	ক) ৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা খ) ৪.৮৮ লক্ষ টাকা গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০৩:৩০টা পর্যন্ত ১০ মিনিট বর্ধিতকরণ সহ (ডিলিং অফিসার যোগাযোগ নং ৮৫৮৫০০৪৫২৫)

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. নিলাম বিক্রি করা হবে ‘‘অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে” http://www.mstcecommerce.com/।
২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে (**https:www.mstcauction.com**) পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল **ইএমডি ওয়ালেটে ১৮.১০.২০২৩ মাধ্যমে (ক্রম নং ১-৮ জন্য) এবং ১৬.১১.২০২৩ (ক্রম নং ৯-১১ জন্য)** নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।
৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর চালান গ্রহণের (**https://www.mstcecommerce.com**) ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিলে কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট (https:www.mstcecommerce.com) মাধ্যমে মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেড পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা কর্তৃক রেজিস্টার্ড অফিস ২২৫সি, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ **(যোগাযোগের ফোন এবং টোল ফ্রি নম্বর - ০৭৯-৪১০৭২৪১২/৪১১/৪১৩ বা ১৮০০-১০৩-৫৩৪২)।** আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত i.http://www.ibapi.in ii.http://www.mstcecommerce.com iii. www.pnbindia.in সংযুক্ত।
৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয়, IBAPI পোর্টাল থেকে (**https://www.ibapi.in**)।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে (**https:www.mstcauction.com**) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে ইন্টার-সে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দরদাতাদের শেষ উচ্চতর বিড থেকে বিডের পরিমাণ ন্যূনতম **১০,০০০.০০ টাকা** হতে হবে দশ মিনিট পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর প্রস্তাব না করে তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, শর্তাবলী এবং ই-অকশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত হেল্প ম্যানুয়াল সঠিকভাবে পড়া এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরদাতাদের দায়িত্ব ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর **https:http://www.mstcecommerce.com**) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যায়।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারী এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। (তাদের দেওয়া মোবাইল নম্বরে/ইমেল ঠিকানায়/পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)।
১২. সুরক্ষিত সম্পদ রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। নিয়মানুযায়ী, বিডিং রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে এক খাঁজ বেশি থেকে শুরু হবে।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম ইএমডি পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে, ‘‘দি অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, A/c (A/C-এর নাম) কলকাতায় প্রদেয় একটি শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাংকে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ব্যাঙ্ক ও অনুমোদিত কর্মকর্তার সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা তা করতে পারবে না এবং খেলাপি দরদাতার বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি থাকবে না।
১৪. সফল দরদাতার দ্বারা ব্যাঙ্কে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১-এর ধারা ১৯৪- ১এ এর অধীন সাপেক্ষে হবে এবং সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ টিডিএস জমা করতে হবে। বিডের পরিমাণ/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা যেকোনো সময় কোনো কারণ উল্লেখ না করে পরিবর্তন করার এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত যে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে।
১৬. কোনো বিরোধ বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে, ব্যাঙ্ক দরদাতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়ের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না ব্যাংকের কাছে রাখা হয়েছে, এ ব্যাপারে অনুমোদিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
১৭. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৮. সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হচ্ছে **‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে।
১৯. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
২০. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করে।
২১. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/অ্যাটেন্ডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২২. অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দায়িত্বে অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২৩. দরদাতাকে অবশ্যই যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত কারণে বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে/অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৪. প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড এবং নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার ব্যাংকের আছে।

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন:
https://www.ibapi.in / http://www.mstcecommerce.com / www.pnbindia.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ০৪.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
সস্ত্র ডিভিশন, কলকাতা পশ্চিম সার্কেল,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

নান্দেড়ের পর ঔরঙ্গাবাদ

২৪ ঘণ্টায় মহারাষ্ট্রের সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু ১৮ রোগীর

মুম্বই, ৩ অক্টোবর: নান্দেড়ের পর এ বার ঔরঙ্গাবাদ। মহারাষ্ট্রের আরও এক সরকারি হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জনের মৃত্যু হল। এ বার ঘটনাস্থল ছত্রপতি শম্ভাজিনগর। সেখানকার সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সোমবার সকাল ৮টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৮টার মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এমনই জানিয়েছেন হাসপাতাল সুপার।

তিনি আরও জানিয়েছেন, যে ১৮ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে চার জনকে হাসপাতালে মৃত অবস্থাতেই আনা হয়েছিল। সুপারের কথায়, '১৮ জনের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে হার্ট অ্যাটাকে। নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হয়েছে আরও দু'জনের। কিডনির সমস্যায় ভুগে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। যকৃৎ বিকল হয়ে মৃত্যু হয় আরও এক জনের।' তিনি আরও জানিয়েছেন, কিডনি এবং যকৃৎ বিকল হয়ে আরও এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে ওই সময়ে। এ ছাড়াও অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে, বিষ খেয়ে এবং দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আসা তিন রোগীরও মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে দুই নবজাতকও রয়েছে।

রোগীদের আত্মীয়রা চিকিৎসার গাফিলতি, দুর্বল পরিকাঠামো, নিম্নমানের পরিষেবা এবং ওষুধের অভাবের অভিযোগ তুলেছেন। যদিও হাসপাতালের ডিন সঞ্জয় রাঠৌর এই সব অভিযোগকে খণ্ডন করেছেন। নান্দেড়ের সরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে যখন গোটা মহারাষ্ট্র তোলপাড় চলছে, সেই ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের আরও একটি জেলার মেডিক্যাল কলেজে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এত রোগীর মৃত্যু রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির পরিষেবা এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নান্দেড়ের সরকারি হাসপাতালে ১৬ জন নবজাতক-সহ ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হতেই তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আরও এক সরকারি হাসপাতালে একের পর এক রোগীর মৃত্যু রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড় করাল।

ভারত থেকে কানাডার ৪১ জন কূটনীতিক সরাতে বলল নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: ভারত-কানাডা সম্পর্কের পারদ আরও চড়ল। ভারত থেকে কানাডার প্রায় ৪০ জন কূটনীতিককে সে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিল নয়াদিল্লি। মঙ্গলবার 'দ্য ফাইনান্সিয়াল টাইমস' সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে নয়াদিল্লি থেকে নিজেদের কূটনীতিককে সরাতে হবে কানাডাকে। অটোয়াকে এমন বার্তাই দিয়েছে নয়াদিল্লি। কানাডায় খলিস্তানপন্থী নেতা খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। এই পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লির এই নির্দেশে দু'দেশের সম্পর্ক আরও তিক্ত হতে চলেছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ।

গত জুনে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে খুন হন খলিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর। হরদীপের খুনের নেপথ্যে ভারত সরকারের হাত থাকতে পারে বলে সম্প্রতি সে দেশের পার্লামেন্টে মন্তব্য করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দেয় নয়াদিল্লি। আর এই ঘটনা নিয়েই দু'দেশের মধ্যে শুরু হয়েছে কূটনৈতিক চাপানউতর। ভারতে বসবাসকারী বা ঘুরতে যাওয়া কানাডার নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে সে দেশের সরকার। তার পাল্টা কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় পড়ুয়া এবং নাগরিকদের চূড়ান্ত সতর্ক ভাবে থাকতে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। কানাডার নাগরিকদের ভিসা দেওয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যখন টালমাটাল, তখন আবার নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতের দিকেই আঙুল তোলেন ট্রুডো। পাল্টা রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় কানাডার বিরুদ্ধে সরব হন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে জয়শঙ্কর বলেছেন, 'বাধ্যবাধকতা ছিল। আমাদের কূটনীতিক, দূতাবাসের উপরে হিংসার প্রচার করা হচ্ছিল। কী ভাবে ওঁরা দপ্তরে গিয়ে ভিসা দেওয়ার কাজ করবেন। এটা আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন। ভিয়েনা চুক্তির প্রশ্ন। ভিয়েনা চুক্তি অনুযায়ী আমাদের কূটনীতিক, দূতাবাসকে নিরাপত্তা দিতে হবে।'

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, কানাডায় ভারতের যে সংখ্যক কূটনীতিক রয়েছেন, সেই তুলনায় নয়াদিল্লিতে কানাডার কূটনীতিকদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। তাই দু'দেশের মধ্যে সমতা রাখা উচিত। আর সেই কারণেই ভারত থেকে প্রায় ৪০ জন কানাডার কূটনীতিককে সরানোর কথা বলা হয়েছে বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। দুই দেশের সম্পর্কের চাপানউতরের মাঝে নয়াদিল্লির এ হেন নির্দেশ ভিন্ন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ইয়েচুরির বাড়িতে দিল্লি পুলিশ, চলল তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর: মঙ্গলবার সকালে সিপিএম-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির বাড়িতে পৌঁছল দিল্লি পুলিশ। এক সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সকাল থেকে রাজধানীর একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সেই সূত্রেই এদিন ইয়েচুরির বাড়িতে পৌঁছে যায় দিল্লি পুলিশের একটি টিম। সিপিএম নেতা জানিয়েছেন, তাঁর এক সহযোগী, যিনি তাঁর বাড়িতে থাকেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁর ল্যাপটপ ও মোবাইল। এই ঘটনার প্রতিবাদ করে ইয়েচুরি জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের মুখ বন্ধ করে দিতেই এই ধরনের তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কী কারণে এই তল্লাশি, তা স্পষ্টভাবে জানানোর দাবি জানিয়েছেন সিপিএম নেতা।

এদিন দিল্লি পুলিশ অন্তত ৩০টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ 'নিউজ ক্লিক' নামে এক সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ছিল, ভারত-বিদ্বেষী প্রচার চালাতে চিনা বিনিয়োগ পায় এক সংবাদসংস্থা। এই অভিযোগ সামনে আসার পরই তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। ওই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত একাধিক সাংবাদিকদের বাড়িতেও এদিন তল্লাশি চালানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এই তল্লাশির পর সীতারাম ইয়েচুরি সংবাদসংস্থা এএনআই-এর মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'পুলিশ আমার বাড়িতে এসেছিল। আমার এর সহযোগীর ছেলে সংবাদমাধ্যমে কাজ করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই এসেছিল পুলিশ।' সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদের বাড়িতেও এদিন তল্লাশি চালানো হয়েছে।

অসমে ফের বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৮০০

গুয়াহাটি, ৩ অক্টোবর: বাল্যবিবাহ আইন ভাঙালেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বছর শুরুতেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। যার পর গত ফেব্রুয়ারি মাস রাজ্যজুড়ে অভিযান চালিয়ে বাল্যবিবাহ আইন ভাঙার অভিযোগে ১৮০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। দ্বিতীয় দফায় অভিযানে ৮০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হল।

বাল্যবিবাহের বিরোধী অভিযানে নতুন করে গ্রেপ্তারির কথা জানিয়েছেন হিমন্ত নিজেই। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'বাল্য বিবাহের রুখতে ব্যাপক অভিযান। ভোরে শুরু হওয়া অসম পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৮০০ বেশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' অসমের মুখ্যন্ত্রীর আরও দাবি, গ্রেপ্তারির সংখ্যা বাড়তে পারে। কারণ পুলিশি অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ব্যাংককের শপিং মলে গুলিবৃষ্টিতে মৃত ৩

আটক ১৪ বছরের কিশোর

ব্যাংকক, ৩ অক্টোবর: থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের এক বিলাসবহুল মলে বন্দুকবাজের হামলা। গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। থাই পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, এই হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক ১৪ বছর বয়সী কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঠিক কী কারণে সে হামলা চালিয়েছে, তা এখনও অজানা। থাই পুলিশ জানিয়েছে, তাকে গ্রেপ্তারের পর এখন জেরা করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, হামলাটি হয়েছে সিয়াম প্যারাগন মলে। থাই জরুরি বিভাগের পক্ষ থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, সন্দেহভাজনকে মাটিতে ফেলে পিছমোড়া করে তার হাতে হাতকড়া পরাচ্ছেন পুলিশ অফিসাররা। তার আগে, থাই পুলিশ ফেসবুকে ওই সন্দেহভাজনের একটি অস্পষ্ট ছবি প্রকাশ করেছিল। তারা আরও জানিয়েছে, বন্দুকবাজের পরণে ছিল খাকি রঙের কার্গো প্যান্ট এবং মাথায় ছিল বেসবল টুপি।

তার আগে অবশ্য ওই মলে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় হামলার মুহূর্তের বেশ কিছু ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ভিডিওগুলির একটিতে দেখা যাচ্ছে, নিরাপত্তা কর্মীদের তত্ত্বাবধানে, শিশু-সহ বহু মানুষ মলের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসছেন। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মলের ভিতরের এক রেস্তোরাঁয় এক অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে আছেন বেশ কয়েকজন মানুষ। হামলাকারীকে গ্রেপ্তারের পরের মুহূর্তের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এই হামলার প্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন থাই প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশকে এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন থাই প্রধানমন্ত্রী। আসলে, আমেরিকার পাশাপাশি, গুলি চালিয়ে নির্বিচারে হত্যার ঘটনা ক্রমে বাড়ছে। গত বছর, এক নার্সারিতে ছুরি-বন্দুক নিয়ে হামলা চালিয়েছিল এক প্রাক্তন থাই সেনা কর্মী।

জিম্বাবোয়েতে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত পুত্র-সহ ভারতীয় ধনকুবের

হারারে, ৩ অক্টোবর: জিম্বাবোয়েতে প্লেন ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল ভারতীয় ধনকুবের হরপাল রনধাওয়া ও তাঁর পুত্রের। জানা গিয়েছে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে জিম্বাবোয়েতে ভেঙে পড়ে একটি ব্যক্তিগত বিমান। মৃত্যু হয় ওই বিমানে থাকা সকল যাত্রী ও পাইলটের। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন ভারতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও তাঁর পুত্র। দুর্ঘটনায় পিতা-পুত্রের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তাঁদের ঘনিষ্ঠমহল। কীভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তাঁদের বিমান, তা নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর হারারে থেকে মুরোওয়ার হিরে খনির দিকে যাচ্ছিলেন হরপাল ও তাঁর পুত্র। ওই খনির কিছুটা অংশের মালিকানা রয়েছে হরপালের সংস্থা রিওজিমের হাতে। সেই খনি পরিদর্শনের জন্যই সংস্থার সেসনা ২০৬ বিমানে চেপে রওনা দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যবসায়ী। মাঝ আকাশ থেকেই আচমকা ভেঙে পড়ে প্রাইভেট বিমান। যাত্রী ও পাইলট-সহ মোট ৬ জনের মৃত্যু হয় এই দুর্ঘটনায়।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওড়ার সময়ে মাঝ আকাশেই বিমানে ইঞ্জিনের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে। তার জেরেই ধ্বংস হয়ে যায় বিমানটি। প্রসঙ্গত, এই বিমানে যাত্রী হিসাবে সফর করছিলেন হরপালের পুত্র কবীর সিং রণধাওয়া। পেশায় তিনি পাইলট ছিলেন। কিন্তু বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি ধরতে পারেননি তিনি।

NOTICE INVITING TENDER
Online
Prodhan, Duttapukur-I Gram Panchayat under Barasat-I Development Block, North 24 Parganas, invites Tender against **N.I.T No.: DTK-I G.P/16/NIT/XVth CFC FUND (UNTIED)/2023-2024 (9 Nos.)**. Date of Publishing: **03.10.2023**. Start Date of Downloading Documents: **03.10.2023**. Last Date of Submission of Bid : **11.10.2023**. Details can be viewed in **www.wbtenders.go.in**
Sd/-
Prodhan
Duttapukur-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE
MAHULA-II GRAM PANCHAYAT
Under Beldanga–I Panchayat Samity
Beldanga Murshidabad
NIT NO. 02/15TH CFC MH-11/2023-24
Memo No. 303/En Date : 27-09-2023
Last Date of Application : **05-10-2023 Up to 03.00 P.M.**
Date of Issuing Tender Paper : **27-09-2023 Up to 03.00 P.M.**
Last Date of Submission of Tender Paper : **05-10-2023 Up to 01.00 P.M.**
Tender Opening : **07-10-2023 Up to 03.00 P.M.**
For details contact with the office of the undersigned at any working days.
Prodhan
Mahula-II Gram Panchayat

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-07/23-24 dated-03.10.2023** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in**. Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 09.10.2023.**
Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

OFFICE OF THE
MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT
KANDI DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
NIET No. 04/MHND-II GP/2023-24
NIET No. 05/MHND-II GP/2023-24
Dated: 29/09/2023
Last date of Dropping: - **07/10/2023 (up to 4.00 pm)** Date of Opening: - **09/10/2023 (at 4.00 pm)**
Details of tender are available at **wbtender.govt.in** and office of the undersigned.
Prodhan
Mahalandi - II GP
Jibanti, Kandi, Murshidabad

NOTICE INVITING E-TENDER
e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-557/ 2023-24(SI No.: 1-3)	12/10/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Habra Municipality

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for vide **e-NIT No.: i) WB/BWN/GG-I/NIT-06/SL. 01-03/2023-24 & Memo No.: GG-I/358/2023, Date: 27.09.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_581025_1, 2 & 3. ii) WB/BWN/GG-I/NIT-07/SL. 01/2023-24 & Memo No.: GG-I/359/2023, Date: 29.09.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_581172_1.** Bid Submission Start Date (Online): **29.09.2023 at 06:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **09.10.2023 up to 06:30 PM.** Bid Opening Date for Technical & Financial Proposals: **11.10.2023 at 11:30 AM & 03:30 PM** respectively. For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR
i) Tender has been invited of **NIT No. : 685/PWD(BMC)** Dated : **22.09.2023** for **"Different types of development works under BMC"**. Last Date of Application : **10.10.2023** up to **15:00 Hrs.**
ii) e-Quotation has been invited for **NIQ No. : 700/PWD(BMC)** Dated : **27.09.2023** of **Tender ID : 2023_MAD_583191_1** for **"Supply of High Benches and Low Benches within Ward No.26 under BMC. (Councillors Fund)"**. Last Date of Bid Submission : **11.10.2023** up to **15:00 Hrs.** Bid Opening Date : **13.10.2023** after **15:30 Hrs.**
Corrigendum, if any will be published in Website & Office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in**, Office Website (**bmcwbgov.in**) & Office Notice Board.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE
TENTULIA GRAM PANCHAYAT
UNDERMURSHIDABAD-JIAGANJDEVBLOCK
BORDERPARA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: tentulia.gp008@gmail.com
NOTICEINVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No:006/ TGP/15th FC/2023-24 (untied) Dated:30-09-2023.**
The last date for online submission of tenderis **10-10-2023 (Tuesday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Tahmina Bibi
(Prodhan,Tentulia GP)

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-35/23-24 dt. 30-09-2023
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply, of Rotavator, Zeor Tillage, Paddy Transplanter & Seed Tray at any block of any District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligiblility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 13/10/2023 at 16:30 hrs.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Quotation
Quotation Notice No. Q-223/PW/Eng/2023 dated 30-09-2023
Quotation Notice No. Q-224/PW/Eng/2023 dated 30-09-2023
Memo No. 1095/PW/Eng/2023 dated 30-09-2023
Memo No. 1096/PW/Eng/2023 dated 30-09-2023
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**
For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/এসএল–৩০/০২/২৩–২৪, তারিখঃ ২৮.০৯.২০২৩। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন–৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ প্রমাণিত অভিজ্ঞ কন্ট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ– **টেন্ডার নংঃ ইপিডি/ডব্লু/কন/এসএল–৩০/০২/২৩–২৪, স্থান সহ কাজের নামঃ** ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের এসএল–৩০–এর রিহ্যাবিলিটেশন। পরিমাণঃ ২০টি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,০৮,৫৫,৩১৫.৮০ টাকা। **ই-পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ডের মাধ্যমে বিড সিকিউরিটি রাশি জমা করতে হবেঃ** ২,০৪,৩০০ টাকা মাত্র। রেলওয়ে বোর্ডের এল/নং ২০২২/সিই–I/সিটি/জিসিসি–২০২২/পলিসি তারিখ ২৭.০৪.২০২২ (অ্যাডভান্স কারেকশন স্লিপ নং ২, তারিখ ১৩.১২.২০২২) অনুযায়ী টেন্ডারদাতারা উক্ত রাশির বিড সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসাবেও জমা করতে পারেন। বিড জমা বন্ধের তারিখের পূর্বে ৫টি কাজের দিনের মধ্যে ডেপুটি সিইই/পি অ্যান্ড ডি/কাঁচরাপাড়ার কাছে অরিজিনাল ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা করতে হবে। বিজি বন্ডের বয়ান জিসিসি–এপ্রিল, ২০২২–তে উল্লিখিত আছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য জিসিসি – এপ্রিল, ২০২২ (সংশোধনী সহ) অনুসরণ করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ই–টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। জিসিসি–এপ্রিল, ২০২২–এর অধীনে পার্ট–I–এর ক্লজ নং ৩ অনুযায়ী সকল টেন্ডারদাতাদের বিনামূল্যে ই–টেন্ডার ফর্ম ইস্যু করা হবে। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **অফিসের ঠিকানা যেখান থেকে ই–টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন–৭৪৩১৪৫–এর অফিস। **বিড জমা শুরুর তারিখঃ** ০৫.১০.২০২৩। **বিড জমা শেষের তারিখঃ** ১৯.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৪৫ মিনিট পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টের সময় টেন্ডার খোলা হবে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের স্থান যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবেঃ http://www.ireps.gov.in**
MISC-147/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE CHAKMANIK PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no :
1) Chak/274/Unied/23 Dated : 04.10.2023
2) Chak/275/Tied/23 Dated : 04.10.2023
At different place within at CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT under Budge Budge II Block, South 24 Pgs, WB. Last date for the online receipt of Tender is 13.10.2023 at 9:00 am. and open on 16.10.2023 at 9:00 am. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Chakmanik Gram Panchayat
Chakmanik, Bawali, South 24 Parganas

Office of the
Gobardhandanga Gram Panchayat
Gobardhandanga : Sardighi: Murshidabad.
Tender
- **NIeT No-009/GGP/15TH C.F.C./2023-24, Memo No-125/GGP/15th CFC/(9)/2023-24, Dated- 03/10/2023;**

Above all Sealed tender are invited by Prodhan Gobardhandanga G.P for various works / supply works from bonafied outside contractors as per G.O.
- **Download tender documents from- 04/10/2023, at 12.00 hours.**
- **Tender Documents Submission from –04/10/2023, at 12.00 hours.**
- **Tender Documents Submission Up-to - 10/10/2023, at 16.00 hour.**
- **Technical Bid Opening – 12/10/2023, at 16.00 hours.**
- **Financial Bid Opening – 13/10/2023, at 15.00 hours.**
- Others details are available in the office notice board and Web-Site: http://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Gobardhandanga Gram Panchayat
Sagardighi, Murshidabad

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah-711205
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 04 nos. different development work(s) vide **Memo No.: 421/DA-II GP/2023 & NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-II GP/NIT-11/2023, Date: 03.10.2023**. Publishing, Document Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): **03.10.2023 at 06.00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **10.10.2023 up to 06.00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **13.10.2023 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT/NIQ No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
135/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Maintenance of Landscaping & Beautification works at CW Pump House area of RTPS, DVC, over 3952 Sqm. under Purulia URF Range.	04.10.2023	12.10.2023
136/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Maintenance of Landscaping & Beautification works at Backside of Canteen of RTPS, DVC, over 3204 Sqm. under Purulia URF Range.		
137/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Maintenance of Green Belt Plantation at RTPS, DVC inside the Plant premises, over 5 Ha. under Purulia URF Range.		
138/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Creation of Landscaping & Beautification works at Flag Hoisting point of RTPS, DVC, over 4550 Sqm. under Purulia URF Range.		

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Rameswarpur Gopalnagar Gram Panchayat
Chandpur, Pandua, Hooghly, 712 152
Notice of Inviting e-Tender
NIT No.: 618/RGGP/2023-24 (Fund: CFCG) 03.10.22023
e-Tender is invited from the experienced and resourceful Bidder for execution of the work(s) mentioned below:

Sl.	Name of Work	Estimated Amount	Earnest Money
1.	Operation and Maintenance of Drinking Water Supply System	349415.00	6988.00

Bid Submission Closing Date (Online): **09.10.2023 up to 05:00 PM.** Technical Bid Opening Date (Online): **12.10.2023 at 11:00 AM.** For details information visit **www.wbtenders.in**
Sd/-, Pradhan
Rameswarpur Gopalnagar Gram Panchayat

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 117, KOLKATA, WEDNESDAY, 4 OCTOBER 2023, PAGE 8

কলকাতা ৪ অক্টোবর ২০২৩

বাতিল হতে পারে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, হতাশ ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কে নাচবেন, কে গাইবেন, আরও কী আয়োজন থাকবে, অতিথি হিসেবেই বা কারা থাকবেন;আগামীকাল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচি আর আয়োজনের সব পরিকল্পনা ঠিক হয়েই আছে। গতকালই এসব আয়োজনের বিষয় আর সময় জানিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

কিন্তু আজ জানা গেল, বাতিলও হয়ে যেতে পারে এবারের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। জি নিউজসহ ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম দিয়েছে এ খবর। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা বুধবার সময় সন্ধ্যা ৭টায়, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা আশা ভোসলে, অরিজিত সিং, রণবীর সিংসহ আরও অনেক তারকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে ১০ দলের অধিনায়ককে নিয়ে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামেই হওয়ার কথা 'ক্যাপ্টেনস ডে'। জি নিউজ খবর দিয়েছে, ক্যাপ্টেনস ডের অনুষ্ঠান হলেও বিসিসিআই বাতিল করতে পারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। তবে এখনো পর্যন্ত বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিলের কথা জানায়নি। কী কারণে অনুষ্ঠান বাতিল হতে পারে, সেটাও স্পষ্ট নয়। এর আগে খালিস্তান আন্দোলনের এক নেতা বিশ্বকাপে নাশকতার হুমকি দিয়েছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিলের কারণ সেটাই কি না, সেটা জানতে হলে বিসিসিআইয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

বৃষ্টির জন্য বাতিল নেদারল্যান্ডস ম্যাচও, বিশ্বকাপের প্রস্তুতির সুযোগই পেল না ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ায় যে বর্ষা ভারতকে তাড়া করা শুরু করেছিল, সেই বর্ষা তিরুঅনন্তপুরমেও পিছু ছাড়ল না ভারতের। বৃষ্টির জন্য বাতিল হয়ে গেল নেদারল্যান্ডস-ভারত প্রস্তুতি ম্যাচও। যার ফলে বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির ন্যূনতম সুযোগটুকুও পেলেন না রোহিত শর্মারা।

বিশ্বকাপের আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল টিম ইন্ডিয়ার। প্রথম ম্যাচটি ছিল গুয়াহাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু ৩০ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচে বৃষ্টির জন্য একটি বলও খেলা হয়নি। আশা ছিল মঙ্গলবার অন্তত নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে কমবেশি অনুশীলন পাবেন রোহিতরা। কিন্তু সেটুকুও হল না। এদিন তিরুঅনন্তপুরমেও মাঠে নামার সুযোগ পেলেন না টিম ইন্ডিয়ার তারকারা। যার ফলে বিশ্বকাপে নামার আগে সরকারিভাবে প্রস্তুতির কোনও সুযোগ পেলেন না রোহিতরা। সোজা ৮ অক্টোবর অজিদের বিরুদ্ধে নামতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে।

যদিও বিশ্বকাপের আগে সরকারিভাবে প্রস্তুতির সুযোগ না পেলেও বিশেষ চিন্তিত হবে না ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ বিশ্বকাপে নামার আগে এশিয়া কাপে ভালমতো নিজেদের ঝালিয়ে নিতে পেরেছেন বিরাট কোহলি, কে এল রাহুলরা। আবার ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে ৩ ম্যাচের সিরিজ ভারত খেলেছে, সেটাতেও ভালমতো প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনরা। সার্বিকভাবে বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে টিম ইন্ডিয়ার সব তারকাই কমবেশি ফর্মে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই প্রস্তুতি ম্যাচগুলোকে ভারতের জন্য অনেকটা বাড়তি বোঝা বলেই মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে যেভাবে দুই ভেন্যুতেই টানা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, তাতে এই পরিস্থিতিতে খেলতে হলে ক্রিকেটারদের চোট পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। ম্যাচ বাতিল হওয়ায় সেই সম্ভাবনা রইল না। বরং ভারত অনেকটা তরতাজা হয়েই নামতে পারবে বিশ্বকাপে।

নেপালকে ২৩ রানে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেনসের শুরুতেই ব্যাটে-বলে দুরন্ত পারফরম্যান্স ভারতীয় দলের। কোয়ার্টার ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে জায়গা পাকা করে নিল রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের তরুণ টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০২ রান করে ভারত। অনবদ্য শতরান করেন যশস্বী জয়সওয়াল। জবাবে নেপাল ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭৯ রানে থামে। ২৩ রানে জয় পায় ভারত।

টস জিতে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা দুরন্ত করেন দুই ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাটিং করেন যশস্বী। একের পর এক অনবদ্য শট খেলেন। ওপেনিং জুটিতে ১০০ রানের পার্টনারশিপও করেন যশস্বী ও রুতুরাজ। দলের ১০৩ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে ভারতের। ২৫ রান করে আউট হন রুতুরাজ। এরপর তিলক বর্মা ২ ও জিতেশ শর্মা ৫ রান করে দ্রুত সাজঘরে ফেরেন। অপরদিকে নিজের ইনিংস চালিয়ে যান যশস্বী জয়সওয়াল। টি-২০ ক্রিকেটে শতরানও পূরণ করেন তিনি। দলের ১৫০ রানে মাথায় চতুর্থ উইকেট পড়ে ভারতের। ৪৯ বলে ১০০ রান করে আউট হন যশস্বী জয়সওয়াল। ৮টি চার ও ৭টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিমস। এরপর স্লগ ওভারে দলের স্কোর বোর্ড এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন রিঙ্কু সিং ও শিবম দুবে। বেশ কিছু চোখ ধাঁধানো শট খেলেন দুজনেই। রিঙ্কু ৩৭ ও দুবে ২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে নেপাল। মাঝে দীপেন্দ্র সিং আইরে (৩২), সন্দীপ জোরা (২৯), কুশল মাল্লা (২৯), কুশল ভুর্টেলরা (২৮) কিছুটা লড়াই দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হরিয়ে ১৭৯ রান করে নেপাল। ভারতের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন আভেস খান, রবি বিষ্ণোই। ২টি উইকেট নেন অর্শদীপ সিং, একটি উইকেট নেন সাই কিশোর। ২৩ রানে ম্যাচ জিতে শেষ চারে পৌছে গেল ভারত।

হংকংকে ১৩ গোলের মালা পরিয়ে ভারতকে সেমিফাইনালে তুললেন বন্দনা-দীপিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসে হকিতে দুরন্ত আগ্রাসন দেখাচ্ছে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা টিম। হরমনপ্রীত সিংরা গ্রুপের ম্যাচে একের পর এক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় দিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন। ঠিক একই ভাবে সবিতা পুনিয়ারাও গ্রুপের ম্যাচে অপরাজিত থেকে সেমিফাইনালে উঠলেন। এ বারের এশিয়ান গেমসে হকিতে এখনও পর্যন্ত অন্যতম সেরা টিম ভারত। গ্রুপ পর্বে ৩৩টি গোল করেছেন ভারতের মেয়েরা। হজম করেছেন মাত্র ১টি গোল। আজ, হংকংয়ের বিরুদ্ধে ১৩-০ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন দীপিকা-বন্দনারা।

হংকংয়ের বিরুদ্ধে এশিয়ান গেমসের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার বন্দনা কাতারিয়া, সবিতা পুনিয়ার ডেপুটি দীপ গ্রেস এক্কা এবং দীপিকার হ্যাটট্রিক ছাড়াও গোল করেছেন মনিকা, সঙ্গীতা কুমারি, নভনীত কৌর এবং বৈষ্ণবী। এ বারের এশিয়ান গেমসে এর আগে ভারত সিঙ্গাপুরকে ১৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়াকে হাফডজন গোলের মালা পরিয়েছিলেন সবিতা পুনিয়ারা। গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে শক্তিশালী কোরিয়ার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করেছিল। অর্থাৎ অপরাজিত থেকে হংকংয়ের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন দীপিকারা। অন্যদিকে হংকং এর আগের তিন ম্যাচেই হেরেছিল। ফলে তাদের সেমিফাইনালে ওঠা সম্ভব ছিল না। গ্রুপ-এ এর শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে উঠল ভারত। গ্রুপ পর্ব থেকে ১০ পয়েন্ট অর্জন করেছেন সবিতা পুনিয়া-দীপিকা-বন্দনারা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সাউথ কোরিয়ার পয়েন্ট ৭। আজ, মালেশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নামবে কোরিয়া।

এশিয়ান গেমসে সোনার দরজা খুলে প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট লভলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে ফেললেন। একই সঙ্গে ৭৫ কেজি বিভাগে সোনা দখলের লড়াইয়েও ঢুকে পড়লেন অসমের বক্সার লভলিনা বরগোহাইন। এশিয়ান গেমসে মেয়েদের বক্সিংয়ের ভারতের দুই তারকার বক্সার নিখাত জারিন ও লভলিনা। নিখাত প্যারিসের টিকিট পেলেও সোনার দরজা খুলতে পারেননি। কিন্তু লভলিনা পারলেন। সেমিফাইনাল বাউটে তাইল্যান্ডের বাইসন মানিকনকে হারালেন ৫-০। যার অর্থ হল, রুপো নিশ্চিত লভলিনা। সোনার লক্ষ্যে অবিচল টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পাওয়া বক্সার।

বাইসনের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডে ডিফেন্সিভ মোডে শুরু করেছিলেন লভলিনা। আসলে তাইল্যান্ডের বক্সারকে দেখে নিতে চেয়েছিলেন যেমন, তেমনই ক্লান্তও করে দিতে চেয়েছিলেন। লভলিনার স্ট্র্যাটেজি কাজে লেগেছিল। প্রথম রাউন্ড জেতার পর চেনা আগ্রাসী ছন্দেই দেখা গিয়েছে তাঁকে। ডিফেন্সের বদলে জ্যাব মেরে বাইসনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন। বাইসন ওই সময় বেশ চাপে ছিলেন। তৃতীয় রাউন্ডে আবার আক্রমণ আর রক্ষণের মিশেলে খেলার চেষ্টা করেছিলেন। অলিম্পিকের সাফল্য লভলিনাকে অনেক অভিজ্ঞ করে দিয়েছে। যা কাজে লাগিয়ে এশিয়ান গেমসের প্রথম সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার। লভলিনা প্রত্যাশাপূরণ করলেও প্রীতি পারলেন না। এর আগে ৫৪ কেজি বিভাগে প্যারিস অলিম্পিকের কোটা অর্জন করে ফেলেছেন। কিন্তু সেমিফাইনালের বেড়া টপকাতে পারলেন না। চিনের ইউয়ান চ্যাংয়ের বিরুদ্ধে ১-৪ হেরে গেলেন ভারতীয় বক্সার। কার্যত একতরফা ম্যাচে হারতে হল প্রীতিকে। তবে এই হারও পদকের অ্যাকাউন্টে খুব একটা প্রভাব ফেলছে না। অন্যান্য খেলায় ভারতীয় অ্যাথলিটরা চমৎকার পারফর্ম করছেন। পদক দিচ্ছেন দেশকে। জাকার্তা এশিয়ান গেমস থেকে ৭০টা পদক এসেছিল। এ বার যে সেই সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে ভারত, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। সোনার পদকের নতুন রেকর্ডও করবেন ভারতীয়রা। ১০০ পার হবে কি? হানঝাউ গেমসে এই প্রশ্নের উত্তরই মেলাতে চাইছে ভারত।

স্বপ্নাকে প্রমাণ দিতে বললেন নন্দিনী, ক্ষুব্ধ ফেডারেশন কর্তারা, ট্রান্সজেন্ডার মন্তব্য করে বিপাকে বাংলার মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সতীর্থ নন্দিনী আগাসারা তাঁর ইভেন্টেই ব্রোঞ্জ জেতার পর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে বিতর্ক জড়িয়েছেন স্বপ্না বর্মণ। তবে বিতর্ক জোরদার হতেই, বিপাকে পড়ে সেই টুইট স্বপ্না পরে মুছেও ফেলেন। কিন্তু তাতেও রক্ষা পাচ্ছেন না স্বপ্না। তাঁর এই কাণ্ড নজর এড়ায়নি ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের কর্তাদের। তাঁরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ। ফেডারেশনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা স্বপ্নার অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, ভারতে পৌঁছানোর পর স্বপ্না তাঁর আচরণের ব্যাখ্যা দিতে হবে।

আসলে হেপ্টাথলন ফাইনালে একটা সময় পর্যন্ত নন্দিনীর থেকে এগিয়ে ছিলেন স্বপ্না। কিন্তু শেষ ইভেন্টে এক নম্বরে শেষ করেন নন্দিনী। ফলে স্বপ্নাকে টপকে ব্রোঞ্জ জিতে যান তেলেঙ্গানার অ্যাথলিট। স্বপ্না প্রত্যাশা মতো পারফরম্যান্সও করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর পয়েন্ট ছিল ৫৭১২। চার পয়েন্ট কম পান স্বপ্না। তিনি ৫৭০৮ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন।

এর পরেই স্বপ্না ক্ষুব্ধ হয়ে একটি টুইট করেন। যেখানে লেখা ছিল, 'আমি এক জন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার কাছে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক হেরেছি। অ্যাথলেটিক্সের নিয়ম ভাঙা হয়েছে। তাই আমি আমার পদক চাই। দয়া করে আমাকে সবাই সমর্থন করুন।' এই টুইট করার কয়ের ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য স্বপ্না তা মুছে দেন। কিন্তু ততক্ষণে বিতর্ক যা তৈরি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে, স্বপ্নার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া।

জানা গিয়েছে, দেশে ফিরলে স্বপ্নার কাছে তাঁর পোস্টের ব্যাখ্যা তলব করতে পারে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। জবাব যদি সন্তোষজনক না হয়, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। সূত্রের খবর, স্বপ্নার বিষয়টি একেবারেই হালকা ভাবে নিচ্ছেন না এএফআই-এর কর্তারা। এমনকী এউ বিষয়টি ক্রীড়ামন্ত্রকের দৃষ্টিও এড়ায়নি। ফলে বিষয়টি স্বপ্না বিরুদ্ধে আরও জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। দেশের ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফেও নাকি ফেডারেশনের কাছে জবাব তলব করা হতে পারে।

নন্দিনীও এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ চেপে রাখেননি। স্বপ্নার এই দাবির বিরুদ্ধে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি ক্ষোভ উগরে বলেছেন, 'এটা দেশের ভাবমূর্তির জন্য একেবারেই ভালো বিষয় নয়। একজন ভারতীয় তার সতীর্থকে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেট হিসেবে অভিযুক্ত করছেন। তার কৃতিত্বের প্রশংসা না করে, তিনি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। স্বপ্নাকে তাঁর আচরণ ব্যাখ্যা করতে হবে।' সঙ্গে তেলেঙ্গানার অ্যাথলিট আরও যোগ করেছেন, 'আমি বুঝতে পারছি না ওর (স্বপ্না) সমস্যা কি? কেন ও আগে এই অভিযোগ করেনি? আমার কঠোর পরিশ্রম এবং উৎসর্গের পর যখন আমি ব্রোঞ্জ জিতলাম, তখনই ও এই ট্রান্সজেন্ডার বিষয়টি টেনে এনেছে। এই বিষয়টি একেবারেই অন্যায্য। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে সমর্থন করার জন্য, আমি সরকার এবং আমার ফেডারেশনকে ধন্যবাদ জানাই।' টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, স্বপ্না বলেছিলেন, 'আমি ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি এবং আমি জানি যে, আজ যেখানে আছি, সেখানে পৌঁছতে কতটা পরিশ্রম করতে হয়। মাত্র চার মাস আগে প্রশিক্ষণ শুরু করে নন্দিনী। কী ভাবে ও একটি পদক জিততে পারে, তাও এশিয়ান গেমসের স্তরে? আমি ওর লিঙ্গ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি এবং চাই, ফেডারেশন বিষয়টি খতিয়ে দেখুক।'

তিরন্দাজি ফাইনালে দুই ভারতীয়, সোনা ও রুপো নিশ্চিত টিম ইন্ডিয়ার

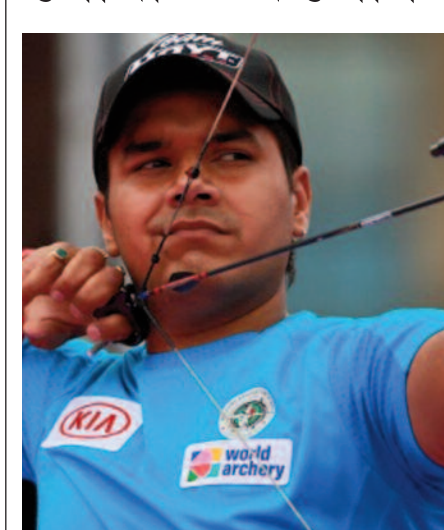

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমসের তিরন্দাজিতে একটি সোনা ও দুটো রুপো নিশ্চিত করলেন ভারতীয় তিরন্দাজরা। ভারতের অভিষেক বর্মা ও ওজাস ডিওটেল কম্পাউন্ড বিভাগের ফাইনালে পৌঁছেছেন। ফাইনালে মুখোমুখি হবেন ভারতের এই দুই তিরন্দাজ। ফলে ভারতেরই এক জন সোনা জিতবেন। একজন পাবেন রুপো।

অভিষেক বর্মা ১৪৭-১৪৫-এ হারান জেহুন জুকে। অন্যদিকে ওজাস ডিওটেল জেওন ইয়াংকে চার পয়েন্টে হারান। দক্ষিণ কোরিয়ার দুই তিরন্দাজ ব্রোঞ্জ পদকের জন্য লড়বেন।

আরেকটি রুপো নিশ্চিত করেন জ্যোতি সুরেখা ভেনাম। তিনি স্বদেশীয় অদিতি স্বামীকে পরাস্ত করেন মহিলাদের কম্পাউন্ড বিভাগে। জ্যোতি সুরেখা ভেনাম ১৪৯-১৪৬-এ হারান স্বামীকে। ১৭ বছর বয়সি অদিতি স্বামী এবার ব্রোঞ্জ পদকের জন্য লড়বেন। অন্যদিকে জ্যোতি ভেনাম ,সোনার জন্য নামবেন ফাইনালে। এবার তিন তৃতীয় বার এশিয়ান গেমসে নামছেন তিনি। ভেনাম অবশ্য একাধিক তিরন্দাজি বিশ্বকাপে সোনা জেতেন। কিন্তু এশিয়ান গেমসে এখনও সোনা অধরা। এর আগে ২০১৮ সালে রুপো জেতেন জ্যোতি সুরেখা ভেনাম। তারও চার বছর আগে ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**